KADAMATIR DURGA

A book of Bengali Poems

by Pranab Bandyopadhyay

প্রথম প্রকাশ। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

প্রকাশক। দেবকুমার বসু

বিশ্বজ্ঞান। ৯|৩ টেমার লেন। কলিকাতা ৯

মুদ্রক। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাঃ লিঃ। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

সূচীপত্র

সূচীপত্র

কাদামাটির দুর্গ

এই কবির

ইস্তাহার মুসাফির শহর

কাদামাটির দুর্গ

দুর্গম জঙ্গল কেটে আমরা বসত গড়েছি। অনেক মানুষের বাস।
পাহাড়ী কাঠের চাল। কাদামাটি লেপা কঞ্চির বেড়া। পাতার ছাউনি
ছোট বড় ঘরের সারি পাশাপাশি। কাদামাটির দুর্গ।
দিনের বেলায় আমরা কাজ করি মাঠে ক্ষেতে করাত কলে।
সন্ধ্যেয় ঘরে ফিরে ঝুমুরের আসরে বাঁচবার গান গাই।
রাত্তিরের আকাশের অনন্ত সৌন্দর্যসুধা শুধু আমরাই পান করি।

আমরা বন্য সরল সতেজ। আমরা মাটির সন্তান।
অরণ্যের রূপের আরশিতে জীবনের প্রতিবিম্ব ফোটে।
বাবুজনেরা জিপে করে এসে জঙ্গলের কাঠ কাটার তদারক করেন।
করাতের গান গেয়ে আমরা বড় বড় গাছ কাটি,
দড়ি বেঁধে গাছের গুঁড়ি টেনে নামিয়ে আনি লরির কাছে।
করাত কলে কাঠের গুঁড়োয় মাথার চুলে পাক ধরে।
ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে আমরা ধর্মভীরু।
মানুষের দুঃখ মানুষকেই তো দেখতে হবে! হাসপাতাল নেই।
রোহিনীর পোয়াতী বৌয়ের কাতরানি, মংলার মায়ের ওলাউঠা!
প্রতিবেশী ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্যের বিপদে আপদে বিনা দ্বিধায়।

রাত দুপুরে বাঘের ডাক আসে জঙ্গলের ঘন ঝোপ থেকে,
অন্ধকারে নেকড়ের জলজলে চোখ টর্চের মতো।
কেনেস্তারা আর মাদলের ভয়ার্ত শব্দে বাঘ ভালুক পালায়,
আগুন জ্বেলে তাদের ভয়ের সঞ্চার। তবু গরুটা মোষটা
বাছুরটা ছাগলটা মুরগিটা হাঁসটা বাঘের পেটে যায়।
কখনও বা এর ঘরের শিশু, ওর ঘরের শয্যাশায়ী বুড়ো
বাঘের থাবার আঁচড়ে আক্রান্ত। আমরা আর ভয় পাই নে।

মন্ত্র পড়ে মৌমাছির সঙ্গে যুদ্ধ করে মধু আহরণ।
অজগর কেউটে আদিম যুগের প্রতিবেশী। পাশের ছোট খালে
অধিবাসী কুমীরের নাতিদীর্ঘ পরিবার তীরে উঠে এসে
রোদ পোহায় মরার মতো অনড় অচল। সুযোগ মিললে
মানুষের পদধ্বনি অনুসরণ করে দু-একজনকে সাবাড় করে।

ঝর্ণার জলে তৃষ্ণা নিবারণ, ক্ষেতের ফসলের প্রাণ রক্ষা পায়।
উঠোনের মাচায় ঝোলে লাউ ঝিঙে সিম, শশা, করোলা,
হাটের দিনে ঝুড়ি বোঝাই শহরের পথে চালান হয়ে যায়।
মেহনতের পয়সা কাপড়ের খুঁটে বাঁধা। সংসারের পুঁজিপাতি।

জঙ্গল কেটে গ্রাম। গ্রামের মাঝে হাট। হাটে কত দোকান।
জমির ফসল বেচেই কেনা হয় কেরোসিন তামাক মসলাপত্তর।
আড়তদারের ঘরে প্রচুর মজুত মালের হিসেব রাখা দায়।
বাবুজনেরা প্যাণ্ট সার্ট পরে হাট দেখতে আসেন।
গড় করে পেন্নাম করি। আমরা গরীব মানুষ
তাঁদের দয়ায় বাঁচি। অন্নদাতার মান রাখার দায়িত্ব আমাদের।
মদের গেলাসে মুরগির রোষ্ট তাঁদের চাই। আমাদের জন্যে ছোলাভাজা
ঝুমুর নাচের সময় বাবুজনদের জন্যে চেয়ার পাতা।

কাদামাটির দুর্গে বৌ ছেলে নিয়ে গড়েছি আমাদের স্বর্গ।
বাহ্যিক জগতের কোলাহল রাজনীতি উত্থান পতনের কোন সংবাদ
দুর্ভেদ্য দুর্গের প্রবেশপথ খুঁজে পায় না। দুর্গের তোরণে
জঙ্গলের ডালপাতার ফাঁক দিয়ে আসে সূর্যের আলোর টুকরো,
জ্ঞানের আলো কদাচিৎ। পূর্বপুরুষেরা ছিল অর্ধনগ্ন সভ্যতাহীন।
তারা কথার জবাব দিত তীর ধনুকে। আমরা নতমস্তক,
বিনয় বাধ্যতা ভক্তি কৃতজ্ঞতা ক্রমে ক্রমে শিখেছি।

জঙ্গলের কাছাকাছি ছোট ছোট পাহাড়, অধিকৃত এলাকার মতো।
পাহাড়ের গায়ে ঢালু উপত্যকা জুড়ে তাজা ফসলের সবুজ ক্ষেত
হাওয়ায় নাচে রোদ্দুরের সোনা রঙে মাখা চাদরের মতো।

পাহাড়ের মাথায় আকাশের নীল উপবনে সাদা কালো মেঘের মেলা,
যেমন পাহাড়ী খাদের কিনারে ভেড়া ছাগলেরা এলোমেলো চরে ;
সেখানেও গায়ের রক্তের বদলে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট দুর্গ।

শীতের দিনে বড় কষ্ট। পোশাকের অভাব। শীত দারুণ নির্দয়।
ছেঁড়া কাঁথায় কম্বলে প্রাণ বাঁচে না। দয়ালু বাবুজনদের
পুরনো প্যাণ্ট কোট সার্ট অনুগ্রহভাজনেরা উপহার পায় ;
বাকি সকলের ভরসা দিনের বেলায় সূর্যের আলো, আর রাত্তিরে
শুকনো কাঠপাতার আগুন। মাটির ঘরের মেঝে যেন বরফের কারখানা
তামাকের ধোঁয়ায়, চায়ের পাতার গরম রসেও যখন শরীর গরম হয় না,
তখন মদের গেলাসে হাত পড়ে। তারপর মেয়ে পুরুষেরা বুঁদ হয়ে
ভেতরে বাইরে পড়ে থাকে জ্ঞানহীন, ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত।
মেহনতী কষ্টের পয়সা মদ হয়ে যায়। মদ আমাদের শীতের ওষুধ।

আমাদের গ্রামের পেছনের দিকে যে রামশিলা পাহাড়,
ওখানে থাকেন মহাকাল। ঝড়ের দাপট আসে বর্ষার প্রারম্ভে
নটরাজ মহাকালের তাণ্ডবনৃত্যে জঙ্গলের গাছ ভাঙে। খড়ের চালে
হাওয়ার নাচন স্বন স্বন সুর তুলে ছিটকে যায়।
উমা মায়ের করুণাধারা বর্ষা হয়ে আশীর্বাদ বিতরণ করে।
ক্ষেতে ফসলের বাহার। পাহাড়ের খাদে জঙ্গলের নালায়
বর্ষার জল জমে ঝর্ণার গানে পাখীর কলকাকলি।
বুনো ফুলের রঙের মেলা পাহাড়ে জঙ্গলে গ্রামে ;
দূর থেকে কাদামাটির দুর্গগুলোকে ছবির মতো সাজানো মনে হয়।

অবসরের কবিতা

কর্মব্যস্ত মুহূর্তেরা যথারীতি পলাতক হলে
সূর্য ধীরে পাটে নামে প্রত্যহের হারে। আমি একা।
একান্ত নির্জন। যেন আমরাই সত্তার কাছে পরিচয়হীন।
পথে পথে ছুটে এসে দক্ষ নটীর ভঙ্গিতে
সহস্র জোনাকি গড়ে অলসের অবসর তরু,
সীমাবদ্ধ ছায়া তার শুদ্ধ করে ব্যবহৃত মলিন হৃদয়।

মাছের ঝাঁকের মতো তখন কত যে কথা, যেন কবিতা,
দুরন্ত শিশুর মতো এলোমেলো হুটোপুটি করে;
পাহাড়ী খাদের শীতে পুঞ্জীভূত কুয়াশায় স্মৃতির মেলা
সারি সারি পাল তোলা নৌকোর ছায়ার মতো।

বৃক্ষে পত্রে ফলে ফুলে বসন্ত বাহারে
ঘুড়ির সুতোর মতো সৃষ্টির প্রেরণা আনে রাতের আসর;
অবসর সাগরেতে ভেসে আসে অতিথির মতো
কথার ঝিনুকে মুক্তো তুচ্ছ হর্ষ ব্যথা।

স্বগত

সূর্যের জলন্ত কুণ্ড থেকে ছিন্ন এক খণ্ড মহামূল্য ধন,
রাত্রির সমুদ্রে অন্তহীন গহ্বরের উর্বর গর্ভের অন্তস্তলে
জন্ম নিল নব গ্রহ। পৃথিবী। ক্রমে লতাগুল্ম প্রাণী সৃষ্ট
সেই আদিকাল থেকে ইতিহাস রেখে চলে ক্রমবিকাশের ধারা।
দিনগত আশীর্বাদে সমুদ্রের বক্ষে তপ্ত অগ্নিকুণ্ড নিত্য রস আহরণে
নির্বাপিত হলে, বালি মাটি শিলা দানা বাঁধে সহস্র বছর ধরে।
জীবকুল, ক্রমে মানুষেরা আসে। তাদের বংশধর সংগ্রামী পুরুষ
কালজয়ী পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি পুরস্কৃত স্বীয় গৌরবে।
তারপর শান্ত বিশ্বপৃষ্ঠ শ্যাম সবুজ সুন্দর হয়ে আসে,
উত্তাপের চিহ্ন লুপ্ত, সমুদ্রের মাতৃস্নেহে পূর্ণ বিকশিত।
আজ বৈজ্ঞানিক আনে হাতের মুঠোর মধ্যে গ্রহ উপগ্রহ,
চন্দ্র সূর্য গতিপথে সঙ্কেত রেখে যায় পৃথিবীর মানমন্দিরে।
সূর্যপিতার ঔরসে সমুদ্রমাতার গর্ভে পৃথিবীর জন্ম ইতিহাস,
তার চেয়ে বড় সত্য ঈশ্বরের দরবারে আর কিছু লিখিত হবে না।

সেই শুদ্ধ মাটিতে স্বর্গের শিশুরা আসে; সে-মাটির গন্ধ পরিচিত।
শিশুরা হাত পা ছোঁড়ে, কাঁদে হাসে, গান গেয়ে দোলনাতে দোলে,
তারপর মাতৃক্রোড়ে নিদ্রামগ্ন। স্বপ্নে অকারণে নড়ে চড়ে;
চন্দ্রের আকৃতি বৃদ্ধি প্রতিদিন প্রকৃতির নিয়মের ঘরে;
তেমনি কোন দুরন্ত শিশুর শয্যার পরে যারা বাঁচে মরে,
রবারের বল ঝুনঝুনি বাঁশী তুলোর পুতুল নিয়ে খেলে,
রঙিন পোষাকে সেজে হাঁটে পা পা এলোমেলো ভ্রমণের স্বাদে
ঘাসের উপরে; তাদের খেলার সময় ঊর্ধ্ব আকাশে মেঘেরা ভাসে,
বাগানের বাঁশঝাড়ে স্বনস্বন বাতাসে শুষ্ক ঝরা পাতা উড়ে পড়ে,
খড়ের গাদার পাশে কাঁঠালের ডালের নীচে নিরিবিলি ঘুঘু পাখী ডাকে,
শালিখের লোভী ঠোঁট গাছতলে ধূলোমাখা কামরাঙাদের ঠোকরায়।

সদ্যোজাত বাছুরেরা অকারণ আনন্দে ছুটোছুটি মাতামাতি করে।
খেলা শেষে ঘরে ফিরে যায় সব শিশু। তবু সূর্যের আলো
ঘরের টিনের চালে, ছাদের কার্নিশে মাখা থেকে যায়।

নির্জন দুপুরে ছোট পাঠশালায় সমস্বরে নামতা পড়ার গুঞ্জন,
যাত্রার আসরে নির্দয় কংসের মতো গুরুমশাই কঠোর শাসক।
হলুদ রোদ্দুরে মজা খালের বদ্ধ জলে কচুরীপানার ঠাসাঠাসি,
ধান ক্ষেতে ছোট ছোট পাখীদের ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলা হালকা পাখায়,
মন্দিরের সিঁড়িগুলো তেঁতে ওঠে তপ্ত উনুনের কড়ার মতো;
স্নানশেষে সধবাদের দুপুরের পূজো দিতে বড় বেশী দেরী হয়ে যায়।
হাটের পথের বাঁকে বুড়ো আমতলায় নানা ছোট দোকানে
খদ্দের নেই। তাই দোকানীরা ঝাঁপ ফেলে হয়ত ঘুমোতে গেছে ঘরে।
পুকুরের ভাঙা ঘাটে মাথায় গামছা বেঁধে ছিপ ফেলে বসে
মাছের কৌশলী চারে অগণিত প্রহরের হিসেব থাকে না!
বাউলের একতারা সস্নেহে দুই আঙুলে তুলে ধরে উদাসী বাতাসে
গুনগুন গান গেয়ে পথ চলা ক্লান্তিহীন ভরা দুপুরের ফাঁকে ফাঁকে,
গ্রামের নদীটা গেছে এঁকেবেঁকে পথটারই মতো কত দূরে,
জীবনটা কখনও সহসা পথেরই মতো কোনখানে থেমে যেতে পারে!

অপরাহ্ন গৈরিক রঙ মাখে মাঠে ঘাসে বনে মনে,
সন্ধ্যার আগমন সুনিশ্চিত অক্ষরে লেখা থাকে আকাশের গায়ে,
তারার ফোয়ারা যেন উৎসবে ফুলঝুরি রূপে সমুজ্জ্বল।
জোনাকিরা মিটিমিটি কৃত্রিম গ্রহের মতো রহস্য ছড়ায়;
বিলের কুয়াশা ঘেরা বুনো ঘাস সাপ ব্যাঙ পোকা মশা কেঁচো,
অন্য এক পৃথিবীর স্বাদে মগ্ন অন্য চেতনায় আনে জীবনের ভাষা।
উদ্‌গ্রীব মনেরা গিয়ে সেখানে আস্তানা পাতে আলস্যে স্বপ্নে নেশায়,
অনন্ত রহস্য জমে সেখানের রাত্রির আকাশের নীল সীমানায়।
দূরে দূরে ছায়াঘন গ্রামের কুটিরে প্রাঙ্গনে তুলসীমূলে
প্রদীপের ছোট ছোট শিখাগুলি, মনে হয়, কত মূল্যবান স্নেহময়,
যুগ যুগ ধরে আনে কল্যাণের শুভ বাণী ঘন শঙ্খধ্বনি,

নির্ভীক আগ্রহে জন্ম নেয় কোন বিগ্রহে নিঃসংশয় বীরের হৃদয়।
বিশ্বজয়ী মন্ত্র নিয়ে কত কত অমানিশা পূর্ণিমারা আসে,
রাত্তিরের নানা বর্ণে গাছপালা ফল ফুল ক্যানভাসে ছবি হয়ে ফোটে।

মহাশূন্যে বৈমানিক ষ্টীয়ারিং ধরে উর্দ্ধে সামুদ্রিক পাখীর মতো
বাতাসের স্তরভেদে পাড়ি দেয় দূরান্তরে দুঃসাহসের নেশায়,
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ছবি তার করায়ত্ত। মনে হয়, অতি সহজে
মুঠো মুঠো তারকা সে জোনাকির মতো ধরে আনতে পারে
উপহার দিতে কোন পুণ্যবতী রমণীকে আয়োজিত সান্ধ্য আসরে;
বিমানের প্রপেলার ইঞ্জিনের ডানা কত গ্যাস বায়ু শূণ্যতার চাপ
স্পর্শ করে উড়ে চলে চেনা অতিথির মতো সহস্র যোজন,
পদতলে পড়ে থাকে বিশ্বের প্রকৃতি শোভা দিগন্তের সুনীল বলয়ে।
কখনও ক্লান্ত পাখা খাদ্যের তাগিদে নামে অকস্মাৎ বন্দরের দ্বারে,
বিমানেরা বিশ্রামের নৈশ প্রস্তুতিতে মাতে আকাশের নীচে।
ইঞ্জিনের নিদ্রা। তাই শহরের হোটেলেতে বৈমানিক নাচে
পানীয় খাদ্যের স্বাদে ; সব ভুলে যায় পাখী মন ক্ষণিকের অবসরে,
ঈথরের গন্ধ তার গায়ে নেই। দামী সাবানের ফেনা
বাথরুমে ফোয়ারার জলে ধোয় ক্লান্তিতে জমে ওঠা ঘাম।

পৃথিবীর বৃত্ত বুকে সন্তানের মতো নদী পাহাড় জঙ্গল মরুভূমি,
দীর্ঘায়ু চিত্রের ভিড় সুনিবিড় মিলনে পাশাপাশি ঘন অবস্থান,
দুর্গম পর্বতে বনে হিংস্র প্রাণীদের মধ্যে ভয়ঙ্কর খেলা
তাদের গুহায় গর্তে কাঁচা মাংসে দুর্গন্ধের ধোঁয়ায় ছোঁয়ায়
আরামে ঘুমের স্বপ্ন প্রতি রাত্রে আসে। ধন্য বন্য কামনায়
বাঘ সাপ আরশোলা শজারু বাদুড় বানর পেচক শশক
আদিম প্রকৃতির বশে অলৌকিক প্রয়োজনে বিবিধ মূর্তিতে
ক্রূর লোভী নির্দয় ক্ষুধার্ত আত্মারা আসে পরিচিত ভানে ক্রমে ক্রমে
তাদের শরীরে মিশ্র সংগ্রামে কলহে ঈর্ষায় ক্রোধে মত্ত হয়ে
তাদের মতোই বন্য জগতের লতাগুল্ম ঝোপ মহীরূপ
সাময়িক ঝড় তুলে লণ্ডভণ্ড করে আদি বিক্রমে আক্রোশে।

তৃষ্ণার্ত জিহ্বারা ঝর্ণার জলে তৃপ্ত। স্নান নদীতে।
মরুভূমি বালুকার উদ্দাম ঝড়ের চাপে ধূম্রজালে দিশাহারা হলে,
উষ্ট্রপৃষ্ঠে অগত্যা সাবধানে মুখ গুঁজে যথারীতি আত্মরক্ষা বিধি।

দুরন্ত নদীর বুকে ধীবর নৌকোর মেলা ডোবে ভাসে ঢেউয়ের ভেলায়,
মাছরাঙা চিল বক মৎসমন নিয়ে ওড়ে তরঙ্গের বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
তীরে বারুণীর মেলা। নানা গ্রাম থেকে আসে নানা মানুষেরা,
লাল ফিতে নীল জামা কাচের বাসন চুড়ি, হরেক দোকানের ভিড়,
গেলাসে বরফে রঙিন শরবত পাঁপড় জিলিপি ; লোভ আসে।
শুকনো খেজুরগাছে রসের সন্ধানে পাখী বৃথাই ঠোকরায় ;
কাঠবেড়ালীরা দ্রুত পলায়নে রেখে যায় পদচিহ্ন মাটির ওপরে ;
চাষীর লাঙলে মাটি নরম মনের মতো ফালি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।
বাধ্য বলদেরা। সযতনে গামছায় বাঁধা এনামেলের থালায়
দুপুরের ভাত ডাল লঙ্কা পিঁয়াজ নিজ হাতে চাষী বৌ
গুছিয়ে দিয়েছে, ঠাণ্ডা জল ঘটিতে। পান তামাক বিড়ি।
বিস্তীর্ণ জলাভূমি। তার মাঝখানে পাতা আঁকাবাঁকা রেলের লাইন,
সকালে বিকেলে চলে কয়লার ইঞ্জিনে ধিকিধিকি দীর্ঘ মালগাড়ী,
হুইসল শুনে দূর গ্রামের বাগানে জমে কৌতূহলী শিশু বৃদ্ধ নারী।

আরও প্রাণ আরও প্রেম আরও অনুভূতি রস অনর্ঘ ঘৃতের সুবাসে
জীবন ক্ষেতের বুকে পিপীলিকা মাছিদের প্রাণের ভিতরে কৌটোয়
জারক রীতিতে সঞ্চয়ন করে অমরত্ব মন্ত্রের দাবীতে ক্ষুদ্র জীব
প্রাকৃতিক নিয়মের অব্যর্থ শিকার। তবু আগ্রহের ব্যাপক স্রোতে
কে কোথায় ভেসে যায় জীবনের অনির্দিষ্ট নাগরদোলার ঘূর্ণিতে,
কে তার হিসেব রাখে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনের নিতান্ত ক্ষণ অবস্থান
সৃষ্টির বিপুল দেহে রথচক্রে বিদ্যুতের প্রবাহশক্তির ধারা অব্যাহত রাখে।
সেখানেও অস্পষ্ট শব্দেরা জন্মলাভ করে বায়ুর সূক্ষ্মতর স্তরে।
গায়কেরা গান গায়। বক্তার কথার ঝড়। হাসি। ক্রন্দন। কোলাহল।
পাখীদের নীড় খোঁজ মোহিনী স্বরের ডাক কাননের শাখায় পাতায়,
শোকে আর্তনাদে তীব্র চীৎকার। ষড়যন্ত্রে ফিসফিসে ভাষার যাদু,
কুলুকুলু স্রোতস্বিনী গতিপথে বর্ষার রিমঝিম সঙ্গীতের কুয়াশা ছড়ায়।

মহা ওঙ্কারধ্বনি মেশে পৃথিবীর সবখানে শব্দের নদীপথ ধরে
হৃদপিণ্ডে ধুকধুক প্রাণের স্পন্দনে নিত্য অনুভূত শব্দের পাহাড়ের মতো।

আনবিক পৃথিবীতে স্বপ্ন আছে, যুদ্ধ আছে, আছে দ্বন্দ্ব মৈত্রী বন্ধন,
মানুষেরা জানে শেখে সবিশেষ মঙ্গল অমঙ্গলের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ,
তবু শুদ্ধ বিশ্ব শান্তি প্রেমের বিস্তৃত প্রাণে ছবি আঁকে না তো!
আকাশে চন্দ্র সূর্য। মাটিতে শুভ্র বস্ত্রে সভ্য মানুষেরা
স্পষ্ট রেখায় আঁকা জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের মতো হয় না তো!
পৃথিবীর মানচিত্র আঁকা হয়েছিল কোন মরসুমী সভ্য সভায়,
তার মৃত্যু গ্রন্থের রচয়িতা ভাবীকালে আনবিক প্রভু।
যে হাতে শিল্পী গড়ে, সেই দক্ষ হাতে ভাঙে প্রাণের সম্পদ।
আমরাও প্রতিদিন ঈশ্বরের মিথ্যা নামে যক্ষার জীবানু ছড়াই,
আনবিক মন্ত্রে তাই কোনদিন ধূলিস্যাৎ হবে সব প্রার্থনার ধন,
নিছক কৌতুকে যদি সত্য হয় পাগলের অসম্ভব স্বপ্ন কুহেলী,
বিকারে মূর্ছিত রোগী দৌর্বল্যে মলিন শয্যা পরে মৃত্যুমুখী,
হয়ত সেদিন অসম্পূর্ণ ইতিহাসের অপহৃত ছিন্ন পাণ্ডুলিপি
বিশ্বের বৃহত্তম বারুদের গুদামেতে অগ্নিদগ্ধ হবে।

দান

কেউ যদি অনুরোধ করে পেতে চায়,
দাও তাকে তোমার মাথার মুকুট, হীরে জহরত, ধন রত্ন ;
দিয়ো না তোমার অশ্রু, তোমার সত্তা।

কেউ যদি কাতরভাবে প্রার্থনা করে,
দাও তাকে তোমার বিদ্যা, জ্ঞান, উপদেশ ;
দিয়ো না তোমার মান, তোমার গর্ব।

কেউ যদি জোর করে কেড়ে নিতে চায়,
দাও তাকে তোমার মুখের গ্রাস, গায়ের পোষাক ;
দিয়ো না তোমার বিবেক, তোমার ব্যক্তিত্ব।

কেউ যদি আন্তরিকভাবে কামনা করে,
দাও তাকে তোমার পথের সম্বল, তোমার প্রাসাদের ঐশ্বর্য ;
দিয়ো না তোমার শান্তি, তোমার সান্ত্বনা।

কেউ যদি দাবী করে, দাও তোমার ভঙ্গুর দেহ,
দিয়ো না তোমার হৃদয়, তোমার অমর আত্মা।

জ্যোতিষ্মান

জ্যোতিষ্মান সূর্য, দিগন্তের স্বর্ণপ্রান্তে তোমার পুণ্য উদয়
সৃষ্টির কারখানায় অশ্বশক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে।
দিকে দিকে সকল জ্ঞাত অজ্ঞাত সাগরে দ্বীপে পর্বতে জঙ্গলে,
নগরে বন্দরে ক্ষেতে খামারে রাজপথে,
গ্রামে গঞ্জে বিশ্ব মানচিত্রের বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলে
তোমার প্রেরিত শক্তির বিস্তার ঈথরে ঈথরে।
গাভীর অঙ্গে যত লোম, মাছের অঙ্গে যত আঁশ,
সাগরবেলায় যত বালুকা, তোমার জন্যে তত প্রেম সঞ্চিত।
কালো পাখীরা কখনও সাদা হয়ে উঠলে,
স্বর্গের অশ্বদের স্বর্ণক্ষুরে ধূলিকণারা মুখরতা পেলে,
দূর জলপ্রপাতে শব্দময় শ্লোকের ছন্দ জাগলে,
যুবতী ময়ূরীরা অপ্সরাদের মতো নৃত্যে মাতলে,
তোমার প্রকৃত স্বরূপের গুপ্ত রহস্যের সংজ্ঞা
প্রকাশিত হতে পারে ঈশ্বরের পবিত্র নামের মতো।

দিগন্তের ওপারে মাতৃক্রোড়ে তোমার নিয়মিত নিদ্রাকালে
মহাপৃথিবী যখন অক্সিজেনহীন অন্ধকারের ছায়ায় ডোবে,
তখন সরল প্রাণীরা থাকে নিদ্রামগ্ন। পেচকেরা নিঃশব্দে বসে
ডুমুরের ডালে। শৃগালেরা বিনিদ্র রাত্রির প্রহর গোণে।
পশ্চিম দিগন্তের নিরুদ্দিষ্ট তারারা উপস্থিত,
ঘাসের শীষে ঝুলে থাকা ঝিঝি পোকারা উল্লসিত,
জামরুলের পেয়ারার ডালে শালিখেরা ঘুঘু পাখীরা ঝিমোয়
শ্মশানের অশথে বাঁশে অনুগত হাওয়ার ভয়ার্ত কাঁপন লাগে।
দুষ্ট দুশমনেরা জাগ্রত চোখে কুমতলবের ফাঁদ পাতে,
হিংস্র জন্তুরা সর্পেরা কালো গর্তের বাইরে এসে
হিংসার শিকারের খোঁজে প্রাচীন বিষদাঁত বের করে ;

চুরি জালিয়াতি খুনখারাপি নির্যাতন দুষ্কর্মের পালা
অবিশ্বাসী অন্ধকারের বর্ণহীন পর্দার অন্তরালে ব্যস্ত,
কুৎসিত পিশাচেরা পাঁকের দুর্গন্ধ ছড়ায় ;
প্রবৃত্তিরা কুটিলতর রুগ্ন ও নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে।

নিদ্রাভঙ্গের পর তোমার দ্রুত আবির্ভাবের শুভক্ষণে
তোমার আলোর সৈনিকেরা দুর্বার গতিতে ছুটে এলে,
দুর্জনেরা অবশ্যই পলাতক। পৃথিবী আবার আবিরের রঙ মাখে
আবার নিরীহ গাভীরা আরামে জাবর কাটে,
কৃষক মজুর মেহনতী মানুষেরা দৈনন্দিন কাজে বেরোয়,
শিশুরা গায়ে ধুলো মেখে আপন মনে খেলা করে,
নদীর জলে নৌকোরা পাল তুলে উজান স্রোতে ভাসে,
নীল পাখীরা মুক্ত আকাশে পাখনা মেলে দেয়,
মৃগশাবকেরা বাছুরেরা খরগোশেরা ইঁদুরেরা ব্যাঙেরা
এদিক ওদিক যখন তখন লাফিয়ে চলতে পারে।
রাজপথে জনকল্যানে দায়িত্বশীল রাজপুরুষেরা কর্মব্যস্ত হয়,
সমুদ্রের তিমি মাছেরা গভীর জলে সাঁতার কাটে,
ডিমের খোলার ভেতরে তুলতুলে শাবকের মতো
নারীগর্ভের ভ্রূণেরা মৃদু সাড়া জাগায়,
জলহস্তীরা আলস্য ত্যাগ করে অবগাহন স্নানে নামে,
ঋতুরাজেরা যথা সময়ে পরিক্রমায় ভুল করে না।

তোমার ব্যাপক প্রসার মঙ্গল বিদ্যুৎপ্রবাহে স্বচ্ছ প্লাবনে
সর্বগ্রাসী আলিঙ্গনের দীর্ঘ বাহু অজ্ঞাত যাদুতে বাড়ালে,
আগাছার পরে ফড়িং বসে, গাঁদা ফুলে বুনো প্রজাপতি,
খড়ের শীষে বাতাসের চুম্বন, কাঁচা ধানের বুকে দুগ্ধের স্বাদ,
তৃষ্ণার্ত পথিকের জন্যে দীঘির শীতল জল,
মরুভূমির তপ্ত বালুকাতেও উটপাখীর গতি অব্যাহত ;
নির্জন প্রহরে বিলাসিনীর হতাশার করুণ কান্না
দুর্লভ তিরস্কারের মতো আলোর ঝড়ে মুছে যায়,

গর্বিত বীরের আকস্মিক পরাজয়ের গ্লানির অবসান ঘটে
সত্যের স্থির দৃষ্টান্তের নির্দয় বেত্রাঘাতের চেতনায়।
শজারুর গর্তে লাল পিঁপড়ের আশ্রয় নেবার কৌশল
ব্যর্থ হয় ; মাতৃদুগ্ধে শিশুরা পুষ্টিলাভ করে ;
শত্রুরা কখনও মিত্র হলে, এবং কুসুমে পরাগ সঞ্চারিত হলে,
যুবতীর বক্ষস্থলে পদ্ম ফোটে, অক্ষিপটে কামনা জাগে ;
ভক্তেরা ফুলে চন্দনে সেজে দেবালয়ে বসে তৃপ্তি পায়।

বিজ্ঞানের অদৃশ্য দূতেরা স্নানাগার রন্ধনশালা থেকে
চন্দ্রপৃষ্ঠে ট্রান্সমিটার স্থাপন করে। গর্দভের সুবুদ্ধি,
খঞ্জের খরগতি, কুব্জের কন্দর্পকান্তি, রত্নাকর হয় বাল্মিকী ;
গ্রামোফোন রেকর্ডে হিতোপদেশের বাণী কখনও সুফল আনে।
জ্যোতিষ্মান, তুমি দাও পরম পিতার মতো জীবন ও জীবিকা,
শিক্ষা সভ্যতা সংস্কৃতির আদি ভাষা ; তোমারই অনুপম সৃষ্টি
সৎ ও অসৎ, সাধু ও শয়তান, ছোট ও বড়, নিত্য ও অনিত্য।
গৃহকোণে রন্ধনকার্যে পটু কুমারীর দুরুদুরু বক্ষে
পবিত্র প্রেমের গূঢ় মন্ত্রের মতো উর্বর ক্ষেত্রের মাটিতে
জলসিঞ্চন করে তুমিই ফসলের মরসুম আনো ;
তোমার করুণায় নগ্ন ও অশুচিরা শুভ্র পোষাক পায়,
দরিদ্রেরা দুরন্ত ক্ষুধায় রুটির টুকরো খেতে পারে,
শোকাতুরা বিধবারা ক্রমে পলিমাটির পেলব সান্ত্বনা পায়,
প্রতিবেশীদের অনর্থক দুর্ভাবনার যন্ত্রনার উপশম হয়।
এই ব্রহ্মাণ্ড তোমারই অভ্রবর্ণ মাধ্যমবিশেষ আশ্চর্য দোলক।

মৌমাছি

সুবর্ণরেখা নদীর ওপারে গ্রামখানি।
তার কাদামাটির পথের দুধারে কেয়াফুলের ঝোপ,
আর মাঠের কিনারে ঝাউবনের ঘন অভিসার।
সেই গ্রামে লতাপাতা কুঞ্জে ঘেরা ছোট্ট কুঁড়েঘর।
বাঁশের সাঁকো পার হয়ে আঁকাবাঁকা মেঠো পথ ধরে
নারকেল সুপারি বনের ঈশান কোণে যখন পৌঁছলাম,
তখনও মাঠের বুকে সাদা বকেরা
লঘুপায়ে জলসিঁড়ি মেঘেদের মতো চলে ফেরে,
চঞ্চল ফড়িং খেলা করে আগাছার পাতায়, ঘাসে।
ছায়াঘন গ্রামটির পথ ধরে গ্রীষ্মের প্রশান্ত দুপুরে
চিনতে ভুল হয় না সেই ছোট্ট কুঁড়েখানা।
এক ঘটি ঠাণ্ডা জল। পায়ের কাদামাটি ধুলাম।
রঙিন গামছায় হাত মুখ মুছলাম।
তৃষ্ণায় জল। শ্রান্তিতে তালপাতার পাখার হাওয়া।
ঘরের মেঝেয় মাদুর পাতা। সুগন্ধ ধূপদানি।
বাটা ভরা তাম্বুলের পসরা সৌখীন মসলায় সাজা।
রাঙা ঠোঁট। মিষ্টি মৃদু হাসি। লঘু সঙ্কোচ।

বাগানে আম কাঠালের মঞ্জরী ; ধূসর পাখীদের মেলা।
উঠোনে কুমড়োর মাচায় কচি কচি ডগায় হলদে ফুল,
তার পাশে তুলসীমঞ্চের শুদ্ধ বেদীর পরে
তেলহীন মাটির প্রদীপখানি নির্বাপিত।
মাটির দেয়ালে সুশ্রী আঙুলে আঁকা আলপনার রেখা।

সে এক অন্য স্বপ্ন। অন্য পৃথিবী। অন্য জীবনের ছবি।
সেখানে সূর্যমুখী বার মাস ফোটে অকৃপণ সৌরভে,
সেই ফুলে অফুরন্ত মধুর ভাণ্ডার। অমৃতের স্বাদ।

স্বর্ণালি দুপুরে আমি পরাগপিয়াসী ভীরু মৌমাছির মতো
চুপি চুপি নিত্য যাই মুগ্ধ আকর্ষণে
সেই ফুল থেকে এতটুকু মিষ্টি ঘ্রাণ
আমার তৃষিত উষ্ণ বুক ভরে নিতে।

ছায়া

আবার চাঁদখানা ভাসছে সাগরে।
জাহাজের ঢেউ-ছোঁয়া তটের বালু
ক্ষয়ে ক্ষয়ে মিশে গেছে নীলাভ জলে।
মনে পড়ছে তোমাকে আর খোকনকে শুধু।

খালাসীদের গরগরে উনুন জ্বলছে,
কড়াইতে চিংড়ীর ঝাল ঝাল লালচে তরকারি,
এ পাশে কলাই চটা এনামেলের থালায়
লঙ্কা পেঁয়াজ আলু আর টমাটো।

মুরগিটা বাদশাহী পা ফেলে ফেলে
রাত্তিরে ডেকের ওপর পায়চারি করে।
রাতটুকু হাওয়া ভেজা, আর তারাগুলো
জ্বলজ্বল চেয়ে আছে মাথার ওপরে।
আমার এ চোখ দুটো ছলছল করে,
কতদিন তোমাদের দেখি নি, বল তো!

মালবাহী জাহাজের অস্থায়ী কেরানী,
বস্তা গুণে গুণে আর মার্কা মেরে মেরে
জীবনের দিন কটা প্রায় কেটে গেল!
জাহাজ চলছে, তাই বিশ্রাম মিলেছে।

খোকনের আধো আধো ছোট ছোট কথা,
তোমার হাসিমাখা চোখের চাহনি
আমার মনের পটে আঁকা স্পষ্ট ছবি;
আকাশের চাঁদে তার স্থির ছায়া পড়ে।

সৃষ্টি

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে জন্মের মতো নিত্য সৃষ্টিমায়াজালে
বীজ থেকে অঙ্কুর জাগে, প্রভাতের আলো যেন সদ্যঃপ্রসূত।
আধফোটা কুঁড়ির সরমে প্রেম অনুভূতি সোনা হয়ে আসে
ডাবের বুকের মাঝে, তরমুজের রক্তিম অন্তরের কাছে,
মাখনে তুলোয় স্বপ্নে অদৃষ্টের মখমল কোমল আসনে ;
প্রহরী পঞ্চভূতের সতর্ক কারার লৌহ শৃঙ্খল তেমনি ভেঙে
মধ্যযামের চাঞ্চল্যে একাকী উদ্‌ভ্রান্ত কামাতুর চন্দ্রমুখ
আদিম রিপুর মন্ত্রে চিরন্তন বিলাস যন্ত্রনায় যেন কাঁদে
কোন বালবিধবার মনের গোপন কক্ষে সোমরসের অতৃপ্ত তৃষ্ণায় ;
ঝাউবনের ঝিরঝিরে হাওয়ার প্রলেপে তাকে মোছা দায়।
ঝড়ের অসংযত দাপটে নগ্ন পৌরুষের কঠিন শপথ
যখন সহসা মৃত্যুকামী বন্ধ্যা নারীর অন্তিম বাসনার শিখা
নির্বাপিত করে, নির্জন সরসীতে তখন দীর্ঘ সন্তরণে ক্লান্ত
শ্বেত রাজহংসমিথুন বিবশ পাখায় মুক্তি খোঁজে। সমুদ্রবেলায়
অনায়াসে কুড়ানো ঝিনুকের দামে মূল্যহীনা নারীর হৃদয়ে
পরকীয়া মুক্তা প্রেমে আচ্ছন্ন মতির সম্ভাবনা অব্যক্ত অশুচি।

তবু প্রেম পাহাড়ের নদীর মতো আপনার বিচিত্র গতি প্রকৃতিতে
আপনার পথ করে যত্র তত্র প্রাণের অদম্য তাগিদে নির্বিচারে।
প্রকৃতির অভিশাপ আশীর্বাদে পরিণত। শঙ্কার ডঙ্কার ঊর্ধ্বে
প্রচ্ছন্ন পুলকে প্রাপ্ত অন্তিম বাসনার নিবৃত্তি সম্ভাবনাময়।
সদ্যঃসিক্ত প্রেমরসে যুগ্ম দেহ প্রাণ বিনিময়ে নব নাটকীয় রসে
পরিপূর্ণ প্রাচুর্যের আস্বাদনে সার্থক দীর্ঘায়ু মহান ;
সুন্দরের প্রতিমূর্তি সৃষ্টির প্রয়াসে তাই বর যাচে অন্তরের দ্বারে
আপন সত্তার বিধিমতো স্বাক্ষরে প্রিয় কামনার উদ্যোগে।
কুঞ্জে কুঞ্জে পাখীদের সখী, বনে হরিণী ময়ূরী বাঘিনী

বসন্ত সমাগমে শৃঙ্গারের প্রিয় লীলা রঙ্গে নাচে গায়।
অনুপম অনুভূতি। কণ্ঠে কুসুমের মালা, আধারের কামনায় বক্ষলগ্ন প্রেম,
ব্যাধের নিষ্ঠুর শর সেই গুপ্ত প্রাসাদের জটিল প্রবেশপথে লক্ষ্য হারায়।
ব্রহ্মার বরপুত্র বংশধর শতাব্দীর ঘরে তাই প্রেয়সীর ঠিকানা খোঁজে,
নির্বাচিত নারী তাই রূপে লাস্যে রজোগুণে পায় সম্রাজ্ঞীর সম্মান,
সৃষ্টির কারণে প্রয়োজনে আদম ইভের কামনাবহ্নি বিশ্ব সংসারে
আনন্দের সন্তানের শুভ জন্ম মর্তলোকে যুগে যুগে ঘোষণা করে।

তাই প্রেম কোমল কুহক স্পর্শে ধরনী রক্ত প্রবাহের মাঝে
তাণ্ডবের যন্ত্রনায় চিরন্তন আনন্দের নিবৃত্তির লোভে দিশাহারা
শাশ্বত মায়ার রশ্মি ফেলে করে মৃত্যুঞ্জয়ী দেহ রোমন্থন,
পীড়নে বেদনে গূঢ় আলিঙ্গনে অমৃতের সন্তায়ণে জাগে স্তরে স্তরে
ষষ্ঠ ঋতু। পূর্বরাগে কামনার বর্ণালী ধ্রুব চিত্র লেখার নিশানা
কুমারী হৃদয়ে মোহময় অস্পষ্ট যতিহীন আকাঙ্ক্ষার পালকির মতো।

কাননে কুসুম ফোটে মাতৃপ্রেমে গাভীস্নেহে অন্তরের দীপের ছায়ায়,
দূর জলপ্রপাতের ছন্দে জাগে ব্রহ্মজ্ঞানী মহর্ষির বেদমন্ত্রধ্বনি,
অস্তগামী সূর্যের আবিরের রঙে প্রেম পারদের সামিয়ানা পাতা,
ব্রহ্মাণ্ডের শিরদেশে ঈশ্বরের মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত পরমাণু তেজ।
ত্রিভুবন ভরপুর প্রাণের কর্মের সংখ্যাতীত ঝঞ্ঝা কোলাহলে,
জলবায়ু ধূলিকণা কীট পতঙ্গ পশু পাখী বিদ্যুতের স্পর্শে ধন্য হয়
নিয়তির নির্বাচিত পদ্ধতিতে অবিরত নির্ধারিত গন্তব্যের মতো।
রূপকার রূপ নিয়ে, চিত্রকর চিত্র নিয়ে, গীতকার গীতের আসরে
বেসাতির ফাঁদ পেতে সৃষ্টির উদ্যোগে কর্মে ধ্যানে মগ্ন জ্ঞানে মহীয়ান।
ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ মহাকাল ধ্বংসযজ্ঞে নবতর সৃষ্টির সূচনার সম্ভাবনা আনে,
প্রাক্তনের প্রস্থানে শূণ্য হয় যথারীতি প্রস্তুত আগামী আসন,
অভ্যুদয়ে ঘোষিত নবীন জন্মতিথি পালনের ক্ষণ বয়ে যায়।

কুশলী স্বর্ণকারের হস্তে গলিত স্বর্ণের নানা চমৎকার [illegible]দানে
কারুকার্যখচিত অলঙ্কারে সুদর্শন মূল্যবান নিপুণতর সৃষ্টির মহিমা।
ইচ্ছাশক্তি তেমনি মানুষেরই হাতে গড়ে ইমারত নগর বন্দর পথ ঘাট,

সৃষ্টির প্রেরণা ইচ্ছা সভ্যতার আদি কথা, বিস্ময়কর গতিতে প্রগতি,
বুদ্ধিমত্তা ইন্ধনদানে ইচ্ছাকে সতেজ রাখে পরিপূর্ণতার পথপ্রান্তে ;
ইচ্ছায় জগত সৃষ্ট, মহত্তম জীবনের অনির্বাণ প্রকাশ গৌরব।
ধরিত্রীর সহনশীল বক্ষপটে প্রতি পদক্ষেপে আঁকা সৃষ্টির স্বাক্ষর,
আকর্ষণ বিকর্ষণে গ্রহ তারকার ভিন্ন গতিপথে স্পন্দনের সাড়া
সমুদ্রে পর্বতে বৃক্ষে বনে প্রান্তরে মরু মালভূমি চন্দ্রসূর্যলোকে,
জীবনের জীবাণুরা সঞ্চারিত জলে স্থলে অন্তরীক্ষে পরমাত্মা মাঝে
আবহমানকালের নিত্য জাগতিক বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক নিয়ম বন্ধনে,
রথচক্রসম চলে প্রেম অপ্রেমের সৃষ্টি ধ্বংসের জীবন্ত লীলায়।

মহাসাগরের জল বুদ্বুদকণা সৃষ্ট প্রকৃতির কত আয়োজনে,
হৃদয়ের কক্ষে তুচ্ছ প্রেমের বিন্দুর সৃষ্টি অনেক অমর কীর্তি রচে।
ডিম্বের কোমল ত্বকে ভ্রূণের অস্তিত্বসম কুসুমের পরাগে সঞ্চয়,
জন্মের আভাস জাগে কোটি কোটি গর্ভে প্রতি মুহূর্তের ব্যস্ত অবসরে।
পাখীর প্রভাতী গানে, মধ্যাহ্নের খরতর রৌদ্রের ছায়ায় সরোবরে
শ্যাওলার তপ্ত বুকে, বৈকালী তালবৃক্ষশিরে কচি পাতায় শাখায়
তিলে তিলে স্বপ্ন রচে মায়ার কাজলে আঁকা প্রাণের ফসল।

শব্দ সুর কথা হাসি হৃদয়ের প্রবৃত্তির প্রতিধ্বনি। নিদ্রা জাগরণ
পঞ্চভূতের মায়া সৃষ্টির কৌশলে আনে বিদ্যুতের প্রয়োজনে বেগ,
যোগে বিয়োগে ভাজ্য গুণিতক অনন্ত সংখ্যা সঠিক নির্ধারণে
সৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অনুকরণীয় গ্রন্থণপদ্ধতি নির্ভুল চিরন্তন।

সমন্বয়

সকালবেলায় মোরগ ডাকার সঙ্কেতে
ঘুম ভাঙে কচি লাউয়ের ডগার মতো যুবতী চাষী বউয়ের ;
ঘাটের পথে শেষ রাতের হাওয়ায় ঝরা
নাগকেশরের পাঁপড়িগুলোকে ছন্দময় পায়ে দলে
শ্যাওলা কচুরিপানার গায়ে ঢেউয়ের দোলা দিয়ে
মাটির কলসী ভরে জল তুলে আনে চাষী বউ।

লাল কালো মিশ্রিত রঙের সমন্বয়ে সুদর্শন
বক্রশৃঙ্গ বলিষ্ঠ বলদের জোড়া নিয়ে সুঠাম দেহী চাষী
লাঙ্গল কাঁধে রাঙা মাটির পথ বেয়ে যখন চলে,
অভ্যুদয়ের বিচ্ছুরিত আলোকোচ্ছ্বাস
তখন রাঙিয়ে তোলে তার চোখ মুখ, বাহুর সবল পেশী,
আর সবুজ মাঠের নবজাত দূর্বা ঘাসের বুক।
চাষী বৌয়ের নাকে রুপোর নোলক, পায়ে মল,
আষাঢ়ের নীল মেঘের মতো শ্যামল ঘন গায়ের রঙ,
খোঁপায় গোঁজা গন্ধরাজ রক্তজবার পুষ্প আভরণ।
সুঠাম কোমরের ভাঁজে রাখা মাটির শীতল কলসীটা
কাঁকনভূষিত বলিষ্ঠ হাতে আঁকড়ে নিয়ে
যখন সিক্ত বসনে সেই কল্যাণী সেই কচি সকালে ঘরে ফেরে
নারীত্বের গোপন মর্যাদাটুকু কোনমতে বজায় রেখে,
তখন গোয়াল ঘরে নিরীহ দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে
আধ-শোয়া জাবর-কাটা সাদা গাইটার পাশে দাঁড়িয়ে
সদ্যোজাত অসহায় ধূসর রঙের কচি বাছুরটা।

প্রেম

নির্জন নদীর মতো হৃদয়ের অন্তস্তলে নিষ্কলুষ প্রেমের হরিণ
উটের গ্রীবার ইশারার আগ্রহে ডেকে নেয় খুব কাছে
প্রিয়তর ধন ; তাই হাজার বছরের স্মৃতির সৈনিকেরা পাহারায়
ঘিরে রাখে ইন্দ্রিয়ের কানাগলি থেকে দূর রাজপথ, গ্রাম্য পথগুলি,
আকণ্ঠ হৃদয়তরু বসন্তের বিলম্বিত বাতাসের শিরশিরে স্বাদে
রাতের প্রহরে কাঁপে নিঃশব্দে হিমাদ্রির শিখরের খাদে,
তন্দ্রার দুর্বার নেশায় মগ্ন কোন কাকচক্ষু সরসীর মতো।

প্রেমের থরথর শব্দেরা ছুটে আসে ঈগলের ডানার উপরে,
আগন্তুক ছায়াছবি ভাসে নীল আকাশের সতরঞ্চি রঙের আড়ালে
গলিত মোমের মায়া। বরফের স্নিগ্ধ আর্তনাদে
প্রেমের দুরন্ত প্রাণ হর্ষে গর্বে নিরিবিলি পা ছড়িয়ে কাঁদে।

জীর্ণ দালানের কোন প্রশস্ত অলিন্দে, নাচঘরে ঝাড়লণ্ঠনের
ধূলোমাখা কাচের চিমনির কিনারে কিনারে সুরের মায়াবী পর্দা।
প্রাচীন সুরার মতো আমেজের অপরূপ প্রেমের ছায়ায়
দানা বাঁধে যুগান্তের পিঞ্জরের ফাঁকে ; মৃত নর্তকীরা এসে
লীলাচ্ছলে সরোবরে নির্লজ্জ আবগাহনের তামাসায়
কখনও নিমগ্ন হয়, এমন সংবাদ লেখা গাছের পাতায়।

প্রেম আনে প্রতিহিংসা। ছুরির শানিত ফলাকা অনায়াসে
প্রেমিকার নম্র বক্ষে রক্তের চিহ্ন আঁকে আঘ্রাত স্বাদে,
তারপর অকস্মাৎ হতাশায় মুহ্যমান স্বীয় বক্ষে সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ
নিষ্ঠুর উদ্যমে বিঁধে সেই নারীরক্তকণিকার বিন্দু মাখে।
অশথের মূলদেশে সঞ্চিত রসের মতো গাঢ় নির্যাস
আদিম প্রেমের ধারা প্রভাতের শিশিরের মতোই উজ্জ্বল,

নৃত্যরতা ময়ূরীর প্রসারিত চাহনির মায়ায় ছড়ানো
বনানীর শ্যামলিমা আকাশের উদারতা প্রান্তরের অফুরন্ত গান।
ঘুমের নিবিড় গ্রন্থি প্রেমের কোমল স্বপ্ন মাখন প্রলেপে
স্নিগ্ধতায় মুগ্ধতায় কামনার ছায়া ফেলে সিক্ত হৃদয়ের নেগেটিভে।

লম্বমান সূর্য তার শিমুলের রঙ ঢালে বৈজ্ঞানিকের মতো
শরীরের হৃদয়ের ত্বকে মাসে রক্তে স্বচ্ছ প্রিসমের মাধ্যমে।
চঞ্চল নাবিক যখন সাগরের তরঙ্গের আলিঙ্গনে মত্ত বিপর্যস্ত,
দূরগামী জাহাজের ফানেলের ধোঁয়া তখন ক্লান্তির বিরতি আনে।
নিরুদ্দিষ্ট গন্তব্যের প্রেরণায় উদ্বেগে ছোটে অস্থির বৈমানিক
ঊর্ধ্বশ্বাসে বাতাসের গায়ে এঁকে বিমানের সোহাগের উষ্ণতার দাগ।

নব দূর্বাদলে কচি মনটুকু মণিদীপ সোনা আলো জ্বালে,
অমর প্রেমের জন্ম বেদান্তের অভিষেক মন্ত্রের মতো ঋজু স্থির,
দুগ্ধবতী গাভী স্নেহে সন্তানের ক্ষীণ দেহ লেহনে মুগ্ধ পরিতৃপ্ত,
মৃত শিশু বুকে ধরে মাতৃপ্রেম ক্রন্দনে মহিমা ঘোষণা করে,
পিতৃপ্রেম বীরপুত্র উজ্জীবিত করে মহাসমর বিজয়ে,
হানাহানি হিংসাদ্বন্দ, তবু ভ্রাতৃপ্রেম কভু আদর্শের যোগ্য নিদর্শন।

প্রেম আসে রঙ্গমঞ্চে নায়কের মতো নানা মুখোসে মূর্তিতে
অন্তরের স্তরে স্তরে দুঃসাহসী তস্করের আঘাতের মতো,
কখনও বীরের শৌর্যে স্বর্ণপতাকা আঁকা বিজয়ের রথে,
কভু দস্যু দানবের নির্দয় লুণ্ঠন লোভে অন্ধ আবেগ প্রসূত
প্রেম; তবু প্রেম তার স্পষ্ট পদচিহ্ন রাখে প্রতি পদক্ষেপে,
ছন্দে ছন্দে কথা কয় গান গায় সুধাকণ্ঠে আসন্ন বসন্ত ঋতুতে।
পাখীর ডিমের মতো খড়ের ভিতরে প্রেম উষ্ণতায় জাগে
শিশুর ভাষার মতো, দীঘির বুকের মতো অনুভূত প্রজ্ঞার রশ্মিতে;
হারানো সূর্যের সাথে বারবার ফিরে আসে দুরন্ত অবোধ তৃষ্ণা
সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে বলাকার শ্বেত বক্ষে। দ্রুতগামী অশ্বের ক্ষুরে
মহাপৃথিবীর দীর্ঘ সোপানের পরে তার ছায়াসৈনিকেরা
দ্বারীর ভূমিকা নিয়ে সসম্মান প্রতীক্ষায় অগণিত প্রহর গোনে।

প্রেম আসে মিশরের তুরস্কের সুইডেনের সোজা পথ ধরে,
বীজগণিতের সংখ্যা দ্রাঘিমার স্তরে স্তরে খোদিত হয়ে।
প্রেম আসে সাহারার মরুদ্যান পাড়ি দিয়ে হিমালয় দ্বারে,
কখনও আরব সাগর পার হয়ে পৌঁছোয় মহামানবের বক্ষমাঝে।
বিশ্বপ্রেম তুলি দিয়ে অমানিশা মুছে দিয়ে ষোড়শী শশীকলা আঁকে
সমগ্র গগন জুড়ে ; তখন হয়ত ভীরু মানুষেরা ধীরে ধীরে খোলস বদলায়

স্মৃতি

পিলসুজের মতো তোমার সুন্দর দেহলতাটি,
শান্ত প্রদীপের মতো তোমার সুশ্রী মুখখানি
কত রাত্রির আরতি উৎসবে ফুলচন্দন নৈবেদ্যে
টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে, তার হিসেব মেলে না।
কিন্তু তার কত ছবি জমে আমার বুকের খুব কাছে
তবু পৌঁছোন যায় না সেই অনর্ঘ ঠাণ্ডা যাদুঘরে।

রূপকথার দিনগুলি

দেবদারু গাছটা অদূরে যে পথের মোড়ে
ট্রাফিক পুলিশের মতো দৃঢ় ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে
কান পেতে ঝাউবনের নানা খবর শুনছিল,
ওখানের বালি কাঁকরের সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়।
যখন বাঁশবন থেকে সরু কঞ্চি কেটে এনে
তীর ধনুক তৈরী করে অর্জুনের লক্ষ্য ভেদ করতুম
সুতোয় বাঁধা মাটির ঢিল দিয়ে, তখন চলছে
রাত্তিরে দিদিমার কাছে পৌরানিক গল্প শোনার দিন।
ধুলোয় খেলতুম মার্বেল ক্রিকেট বল,
হাডুডু-র কোর্ট কেটে নিয়েছিলুম চওড়া পথের ওপরেই।
হাটবারে পথের মানুষ কেউ কেউ বিরক্ত হত,
আবার কেউ কেউ বা ভীড় জমিয়ে খেলা দেখত
আঙুলে ঝোলানো রূপালি ইলিশের কথা ভুলে।
কত মারপিট করেছি ডানপিটে ছেলেদের দলে ভিড়ে
ধুলোর পরে, ওই বালি কাঁকরের পরে
দেবদারুর পাতা ঝরিয়ে সাজিয়েছি কত খেলাঘর।

মনে পড়ে, একটি জোছনা রাত।
বাতাস ছিল মাতাল, আকাশ ছিল উদ্‌ভ্রান্ত,
বিছানা ছেড়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়ে এলুম
পুকুরপাড়ের বাঁশবনের পাশ দিয়ে দেবদারু তলায়।
মিত্তিরদের সাদা গাইটা তখনো বাড়ীর বাইরে
পথের ধারে আগাছার গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছিল,
আমাকে দেখে একটিবার মুখ তুলে সে তাকাল,
তারপর আপন মনে দু'পা সরে গেল। আমাকে সে চেনে।
আমি উঠলুম গিয়ে সাদা পথের ওপর ;

জোছনা ঠিকরে পড়ছে পথের বালি কাঁকরে,
কি সুন্দর রাত ! কেমন মিষ্টি হাওয়া !
ভয় নেই, পৃথিবীর সব কালো ষড়যন্ত্র মুছে গেছে।

পৌঁছলুম দেবদারু গাছের তলায় ;
পথের ধুলোয় গাছের পাতাগুলো এলোমেলো ছড়ানো ;
আমরাই ছড়িয়েছিলুম সন্ধ্যের আগে,
দিনের আলোয় আঁধার তখনও মিশেছিল।
ঝরাপাতারা চোখ মেলে তাকাল আমার দিকে ;
হাতে তুলে নিলুম ধুলোমাখা কয়েকটা পাতা।
সহসা ঝাউবনের পাশে পথের বাঁকটা পেছনে রেখে
বলাকার মতো পাখনা তুলে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে
ধবধবে সাদা তুলোয় মোড়া পক্ষীরাজ এল।
আমার পাশে দাঁড়াল। আমাকে সে ঠিক চিনতে পেরেছে !

অনেক দিনের অনেক কথা মনে ভেসে এল।
পথটা সোজা সাদা ছিপছিপে। মনের আগল খুলে
ছুটল পক্ষীরাজ দেবদারুর নিশানা পিছনে ফেলে। অনেক দূর।
ঘোড়ার খুরে পথের বুকে ধুলোর ঝড় উঠল।

তারপর আর মনে নেই।
পুরোনো দিনের স্মৃতি, অনেক কথা, অনেক স্বপ্ন ;
আমার শুধু মনে পড়ে আবছা ছবির মতো
অনেক দেশ, অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ, অনেক জয় পরাজয়।

এখন

বৈশাখী আকাশে সাদা কালো মেঘেরা ভাসছে
বনের ঝোপে কুঞ্জে মায়াবী হরিণদের নিত্য খেলার মতো।
এখন আমাকে আর বাহুডোরে বেঁধে রেখ না।

চেয়ে দেখ, মরা নদীর জলে পরম আশীর্বাদের মতো
স্রোত এসেছে। অপুষ্ট কচুরিপানার বুকে কলি জন্মেছে।
এখন আমাকে আর তোমার খুব কাছে ডেক না।

জোছনায় জোনাকিদের মিশ্র অভিসারের আসর বসেছে
রেশমী চাদরের মতো ঘন সবুজ ঘাসের জাজি মে
এখন আমাকে ক্ষমা কর। মুক্তি দাও। বিদায় দাও।

পলাশের রোগা ডালেরা নুয়ে পড়েছে থোকা থোকা ফুলের ভারে,
নিরীহ গাভীর উদাস চাহনিতে সরল মায়া সঞ্চিত।
এখন আমার অশান্ত হৃদয় সৌন্দর্য মদিরায় ভিজিয়ে নিতে দাও।

ইস্পাতের ঔজ্জ্বল্যে ইলিশ মাছেরা ঝাঁকে ঝাঁকে স্রোতে ভাসছে,
দক্ষ ধীবরের ডিঙির চারদিকে জালের ফাঁদ ব্যর্থ হয়েছে।
এখন সময়ের নদীতে আমাকে মাছের মতো ভাসতে দাও।

স্বর্গের অপ্সরাদের নাচঘরে নেমে এসেছে বিরামের অবসর,
দেবদূতেরা বিশ্রামাগারে। দেবতারা অনেকক্ষণ নিদ্রামগ্ন।
এখন আমাকে অনায়াসে একটু তন্দ্রামগ্ন হতে দাও।

প্রৌঢ় দর্জির দোকানে সেলাই কলের ঘরঘর শব্দ
মাঝ রাত্তিরে নিরপরাধ প্রতিবেশীদের শান্তির ঘুম ভাঙায়।
এখন তাই আমাকেও নিঃশব্দে জেগে থাকতে দাও।

দীঘির শীতল জলে, জান কি, পানকৌড়ি ডুব দিয়েছে,
জীবনের মধু থাকে সাগরের গভীরতায় রূপোর ঝিনুকের মধ্যে !
এখন আমাকে উদ্‌গ্রীব হৃদয়ে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে দাও।

ফেরারী ঘোড়াটা পাগলের মতো এদিকেই ছুটে আসছে
সাঁকো পেরিয়ে খাল ডিঙিয়ে বেপরোয়া মাতালের মতো।
এখন আমাকে থম্‌কে দাঁড়িয়ে ফেরারের খবর শুনতে দাও।

আকাশ থেকে অবাঞ্ছিত যে নক্ষত্রটা আচম্‌কা খসে পড়েছে,
ভূগোলের পরিশিষ্টে গণিতের হিসেব থেকে সে বাদ পড়েছে।
এখন আমার সেই মামুলি হিসেবের খাতাটা হারিয়ে দাও।

নির্জন দুপুরে ধূ-ধূ মাঠের মতো তীব্র তৃষ্ণার জ্বালায়
নির্দয় ঘাতকের বেকার খড়্গখানা যূপকাষ্ঠের পাশে ছটফট করে।
এখন আমার সব হিংস্রতা ভুলিয়ে দাও। রক্ত চাই না।

রাত্রির গা-ছমছম অন্ধকারে সমাধির মতো নিদ্রিত পল্লীপথে
দস্যুর মশাল বল্লম সবাক বিস্ময়ে নিষ্ঠুরতা ছড়ায়।
এখন আমাকে মৃদু ভাবণের মুগ্ধতা স্নিগ্ধতা ভুলতে দাও।

ঐতিহাসিক যুদ্ধের দামামা শিঙা সৈন্যবাহিনীকে জাগিয়েছে,
পদাতিক অশ্বারোহী নাবিক বৈমানিকেরা রীতিমত চঞ্চল।
এখন আমার রক্তে দ্রুত সঞ্চারণ। হৃদয় স্পন্দিত।

গোধূলির ধূলিপথে রাখালেরা গাভীদের সাথে ঘরে ফেরে,
গৃহের প্রাঙ্গনে টিমটিমে সান্ধ্য প্রদীপ জ্বলে। শুভ শঙ্খরব।
এখন আমাকে মঙ্গল আরতিতে মগ্ন হতে দাও।

বাঁধানো ঘাটের পাশে জঙ্গলের মাঝখানে জীর্ণ মন্দিরে
পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ বন্ধ হল। স্তব্ধ হল কাসর ঘণ্টা।
এখন আমাকে সমাহিত সন্ধ্যার মতো ধ্যানে বসতে দাও।

অত্যাচারের কারায় বদ্ধ যুদ্ধবন্দীদের মৃদু কথোপকথন,
প্রহরীদের ভর্ৎসনা, তেলের প্রদীপের থরথর শিখা
এখন আমাকে নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে হবে।

অলস অজগরের বিপুল দেহের ভারে ক্লান্ত
পৃথিবীর ধূর্ত পেচকেরা রাত জাগে কঠিন শপথে।
এখন আমাকে সজাগ থাকতে দাও। সান্ত্বনা প্রীতি চাই না।

হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে অজ্ঞান রোগিনী
অতীতের পাপের পরিমাণ তো মাপতে পারে না!
এখন আমাকে তার কৃত কর্মের কৈফিয়ত তলব করতে হবে।

আদিম যুগ থেকে এঁটেল মাটির তলায় যত কুৎসিত কঙ্কাল জমেছে,
তাদের তৃষিত আত্মারা আজও বায়ুস্তরে কিলবিল করে।
এখন আমার জন্যে সেখানে তিলমাত্র স্থান সংগ্রহ করতে দাও।

এখন আমি বড়ই ব্যস্ত। নদীর মতো অন্যমনস্ক। বিব্রত।
এখন তোমার দুই বাহুর মোহময় ডোর থেকে আমাকে মুক্তি দাও।
এখন নির্বিকারচিত্তে তোমার স্মৃতিকে হত্যা করে কৃতার্থ হতে দাও।

দেখা অদেখা

আমি সমুদ্র দেখি নি,
ঢেউ দেখেছি।
আমি পৃথিবী দেখিনি,
মাটি দেখেছি।
আমি জীবন দেখি নি,
মানুষ দেখেছি।
আমি স্বর্গ দেখি নি,
ঈশ্বরকে দেখেছি।

রাত্রির বয়স

রাত্রির শেষ ট্রেন হুইসল দিয়ে গেল চলে
ইস্পাত লাইনে বাঁধা সিঁড়িটাকে পায়ে পায়ে দলে,
বিন্দু বিন্দু শব্দকে বাতাসের পর্দায় রেখে,
চোখের সবুজ ছায়া লাল রঙে ঢেকে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ব্রিজটাও পার হয়ে যায়,
বেগবান অশ্বের খুর থেকে স্ফুলিঙ্গ ছড়ায় ;
গাছপালা পথ ঘাট মাঠ। ছায়াছবি।
অন্ধকার গহ্বর গ্রাস করে সবই।

রাত্রির শেষ ট্রেন শেষ হুইসলে
দুরন্ত গতিতে গেল বলে
রাত্রির বয়স।
সে আসে নি। আসবে না। ক্লান্ত। বিবশ।

আর কোন ট্রেন নেই। ভোর হয়ে এল।
শেষ ট্রেন, তাও চলে গেল !

সূর্যমুখী

নতুন বউ।
রঙ-করা দেয়ালের গায়ে সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো
তুলির আঁচড়ে ফুটন্ত মোলায়েম ছবির মতো।
ঢাকাই শাড়ীর খস্‌খসানি, চুড়ি হারের টুং টাং শব্দে
জীবন্ত তরল নদী। নতুন বউ।
কচি পুঁইয়ের ডগার মতো বাড়ন্ত,
কপালে তার টকটকে লাল সিঁদুরের টিপ,
সিঁথি-ভরা সিঁদুরের সরু রেখাটি। বাসন্তী বিকেলে
জানালার ধারে আয়নায় যখন সে মুখ দেখে
খোঁপায় গোঁজে ফুল, বসন্তের হাওয়া তখন এসে
তাকে অফুরন্ত স্নান করায় নিরিবিলি ঝরণায়।

ছাদের টবে যখন ফোটে বেল যুঁই দোপাটীরা, আর
নীল সামেয়ানা আকাশকে দেখায় নক্ষত্রে আঁকাজোকা,
তখন সহসা তার মনে পড়ে প্রবাসী স্বামীর কথা;
নবনীর মতো কোমল মেরুদণ্ড রোমাঞ্চে শিরশিরিয়ে ওঠে।
কণ্ঠে জমা বাসররাতের কথার মিছিল কিলবিল করে
ট্রাঙ্কের তলায় রাখা নীল চিঠির গোছার মতো।

তার উজ্জ্বল টলমলে দৃষ্টিতে দুঃখের ম্লান ছায়া পড়ে না,
শান্তি সাগরের যত্ন-লালিত একটি মুক্তোর দানা
নতুন বউ। বাগান আলো-করা সদ্যঃপ্রস্ফুটিত
একটি সূর্যমুখী।

যুগে যুগে

কোন এক প্রশান্ত রাতে সমুদ্রের নির্জন তটে
কুড়িয়ে পেয়েছি আমি সহসা মুক্তার মতো সমুদ্রকন্যাকে। সে যে তুমি!
উজ্জ্বল কাজল চোখ কৃষ্ণ চুল রাঙা টিপ কুমকুমে রূপসী
তুমি সেই কন্যা, যাকে বন্য ফুলে ধূপগন্ধে বেদের উদাত্ত শ্লোকে
বরণ করেছি রাত্রির নিটোল নিদ্রায়।

তোমাকে দেখেছি আমি সহস্র বছর ধরে পৃথিবীর পথে,
অবন্তী নগরে, কোণারকে অজন্তায়, কভু উজ্জয়িনী তীরে,
অস্ফুট সরমে শ্লথ পদে পথ চলেছিলে যেন আনমনে
গোক্ষুর ধূলোর মতো আঁধারের পায়ে পায়ে জোনাকির স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে।
বিদ্যুৎবরণা, তব আঙুর চিবুক কাঁপে তিমিরাভিসারে।

আকাশের তলে বসে নরম মনের রঙে ভিজে তুলিতে
সবুজ ঘাসের পরে ধানের শীষের মতো আলপনা দিয়ে
মৌসুমী বাতাসে লিখি তোমার আদিম ইতিহাস,
সুরেছন্দে লীলায়িত শুদ্ধতম গীতা।

সৌম্য শান্ত বনানীর শ্যামল মিনারে, আমি দেখি,
প্রসারিত কমণীয় তোমার সুগোল বাহু, করযুগলে
দ্রৌপদীর মালা নিয়ে অর্জুনের পথ চেয়ে তোমার অনন্ত কাল কাটে,
চপল মুমূর্ষু হিয়া তূলোর মতন কোমল বক্ষে কম্পমান!
তপস্বিনী শর্বরীর প্রতীক্ষায় ক্লান্তি কষ্ট সহজে হারায়,
রক্তিম অধরে শুধু আঁকা থাকে দীর্ঘ শতাব্দীর হিম বেদনার লিপি।

হেমন্তের নিঃসঙ্গ প্রশস্ত দুপুরে আমি দেখি,
জাফরানী সূর্যের মৃদু আলিম্পনে গলে যাও শুভ্র মোমের মতন
অনবদ্য কমনীয় রূপের আগুনে। উজ্জ্বল তব চোখ

মুক্তা প্রবাল পান্না হীরকের মতো ; সুস্থ কমলা রোদ্দুরে
সমুদ্রের কাঁপা কণ্ঠে কথা কও তুলতুলে মোহময় স্বরে।
শিরশিরে বাঁশবনে চুপিচুপি শঙ্খচিল যেমন লুকায়,
শুভ্র স্ফীতবক্ষে তব তুরুতুরু জাগে বুঝি তেমনি সংশয়।
সিঁথির সীমন্তে তব শিমুলের রঙ, বাজে শিথিল কিঙ্কিনী,
দোলে শ্লথ চূর্ণালক, রজত বলয়গুচ্ছ, রক্ত টিপ ভালে,
কিংশুকের লোলুপ লাবণ্যের ছায়াপাত মুখপদ্মে তব,
সুগন্ধ অঙ্গ ঘিরে বয়ে চলে যৌবনের পরিপূর্ণ নদী।
তব সুপ্ত কামনার প্রাণের প্রদীপে দেখি উল্কার জ্বলজ্বলে শিখা,
শান্ততর স্নিগ্ধতর জ্যোৎস্নার প্রবাহের মতো থরথর।

প্রত্যহের ভাষা নেই তোমার রক্তিম ওষ্ঠাধরে।
কাকডাকা দুপুরের আকাশের শূণ্যতার মতো
তোমার শরীরে কোন ক্ষুধা নেই, হিংসা নেই, নেই হিংস্রতা।
তুষারের পিরামিডে নিমগ্ন হৃদয়ে আমি দেখি তোমাকে,
নির্জন সৈকতে দ্বীপে মরুতে পর্বতে,
অমৃতের অন্বেষণে তীর্থপথে, কখনও বা মঠে মন্দিরে।
তব স্বপ্ন দেখি আমি ঝর্ণার বর্ষায়,
পিয়াল গাছের ভিজে শাখায় পাতায়।

নিভৃত প্রাসাদে তব সুসজ্জিত মেহগনি পারস্য আসবাব,
রামধনু গবাক্ষে ময়ূর পেখম পর্দা, কক্ষান্তরে বাতি,
প্রাসাদের দিকে দিকে প্রহরীর মতো শত সুবর্ণ মিনার,
প্রমোদ কাননে নৃত্যগীতময় সুরার ফোয়ারা।
প্রাসাদের মিনারের সর্বোচ্চ চূড়ায় দাঁড়িয়ে
সযতনে পায়রার পালকে বাঁধো প্রেমপত্রখানা,
প্রিয়ের বার্তার জন্য কাতর উদ্বেগ।

দ্রাবিড় প্রস্তর যুগে তোমার অভিনব কাহিনী শুনেছি
বিস্মৃত অনেক শ্রাবণ ফাল্গুনের রহস্যময় রাতে,

নীড়হারা রাতজাগা পাখীদের আধো আধো কথায় কথায়
আকাশের মহাশূন্যে, দিগন্তের নীলিমার ঈথরে ঈথরে।
বৈশাখের মধ্যাহ্নের প্রখর প্রহরে রোদ্দুরে
দ্রুতবেগে রুক্ষ পথে গেরুয়া ধূলোর ঝড় উড়িয়ে এসে
গাছের পাতায় ফুলে ফলে আঁকো সবুজ পতাকা।
পথপাশে ভুট্টার ফলন্ত ক্ষেতের বুকে প্রাণ সঞ্চার,
কুমড়োর ভঙ্গুর মাচার মিছিলে জাগে ফসল উৎসব,
কলাই মুগের ক্ষেতে দূর্বা ঘাস আগাছার ভিড়ে কানাকানি
বাঁশের শীর্ষে বাঁধা কুৎসিত বীভৎস কালো কালো হাঁড়ি
উর্বর ধানের ক্ষেতে রাতে কিংবা দিনে
নাছোড়বান্দা লোভী পাখীদের ভয় দেখাতে ;
সেখানেও ঝোড়ো হাওয়া তোমার খবর বলে যায়।

হলুদ রোদ্দুরে আর আকাশের নীলে তুমি আসো
উত্তাল সাগর থেকে দুর্বার গতিতে মেঘরথে।
তব কৃষ্ণ নয়নের মরুদ্যানে আমার তৃষ্ণার সমাধি,
তব পদপ্রান্তে স্তব্ধ আমার ক্লান্ত পদধ্বনি।

তুমি সেই পূত নারী, নিভৃত হৃদয়ে যার জন্মে দেখেছি,
প্রতিপদ তিথিসিক্ত শিশু চাঁদ প্রণয়ের উষ্ণ অনুরাগে,
প্রত্যহের ঊষা লগ্নে সহস্র বছর ধরে জন্ম লাভ করে
অগম্য প্রেমের স্বর্গে তেমনি যত আগন্তুক অমর সন্তান।

আশ্চর্য রাত

সেই আশ্চর্য রাতে তোমায় প্রথম দেখলাম।
তোমার যাদুস্পর্শে লক্ষ্মীন্দরের প্রাণহীন নিস্পন্দ দেহে
নিশ্চয়ই প্রাণের সঞ্চার হতে পারত !
নবীনা কিশোরীর মৃদু মাধুর্যের অনুপম ছায়ায় গর্বিতা, তুমি প্রেমিকা।

আর এক আশ্চর্য রাতে
তোমাকে আমার হাতের মুঠোয় পেলাম।
নিতান্ত নিষ্কলঙ্ক স্নিগ্ধ জোছনায় তুমি স্বেচ্ছায় বন্দিনী।
যুবতী রূপের মত্ত বন্দনায় আনন্দের পাখনা মেলে
তোমার যৌবনের জোয়ার প্লাবনে ভাসলাম।
কিন্তু হায়, ক্ষণিকের স্পর্শে ভাঙে মাটির প্রতিমা ;
যৌবন ব্যর্থ, মূল্যহীন দেহ, শ্রান্ত অন্তর। তুমি পাষাণ প্রতিমা।

আরও এক আশ্চর্য রাতে
একান্ত নিবিড়ভাবে বক্ষলগ্না, তুমি প্রেয়সী
অবাক মুহূর্তে কোন আশ্চর্য অনন্যা প্রৌঢ়া
বৈকালী জীবনপ্রান্তে কল্যাণী অন্য এক নারী
আমার সৌম্য প্রাণে আনন্দের দামামা বাজালে,
শুদ্ধ ধূপের গন্ধে মঙ্গল প্রদীপ জেলে
অনাদি মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত করলে আমাকে,
অসামান্যা তুমি মহিয়সী ! তুমি প্রৌঢ়া প্রেয়সী।

জল পড়ে

জল পড়ে।
আমি জলের শব্দ শুনি।
ঝর্ণার জলের ঝিরঝির শব্দ।
নদীর জলের কুলকুল শব্দ।
বর্ষায় মজা পুকুর উপচে
নালায় ঢেলে পড়া জলের সড়সড় শব্দ।
টিনের চালে বর্ষার জলের ঝুপঝাপ ঝনঝন শব্দ।
বন্যার অবাধ্য স্রোতে সর্বগ্রাসী সোঁসোঁ শব্দ।
জলের অদ্ভুত ঝপঝপ শব্দ ঘোড়ার ক্ষুরে জাগে
যখন সে ধীরে ধীরে কোন খরস্রোতা পাহাড়ী নদী পার হয়

গাছের পাতা থেকে শিশিরের ফোঁটার মতো
চোখের জলও তিলে তিলে ঝড়ে পড়ে।
তবু আমি অনেক চেষ্টা করেও
তার শব্দ শুনতে পাই না।

মাকড়সা

মাকড়সার অবিরাম জালের বিস্তার,
বাঁধে সে জালের জটে এ বিশ্ব সংসার ;
প্রেম মায়া স্নেহ দয়া মমতা বন্ধনে
দিনগত ক্ষয় বৃদ্ধি হর্ষে ক্রন্দনে
মুষ্টিগত স্বার্থপর কামনার ধন,
ক্রমাগত বন্দী প্রিয়জন।

নদী তার গতিপথে যাহা পায় ধুয়ে নিয়ে যায়,
নারীর মতন স্বপ্ন প্রসারিত কাণায় কাণায়,
প্রেমে পরিণয়ে মাতৃস্নেহে প্রাণ কাঁদে,
সংসারের পথে পথে মায়াগ্রন্থি বাঁধে।

নারী মাকড়সারা তিলে তিলে ধৈর্য ধরে
গ্রন্থির সংখ্যা বৃদ্ধি করে।
সুদীর্ঘ জটিল জালে মহামূল্য সম্পদ নিয়ে
নিজেই আবদ্ধ। তবু তিলমাত্র দেয় না বিলিয়ে

ফসল

ধান কাটা হয়ে গেছে। পড়ে আছে বিস্তীর্ণ মাঠের বুকে
গোছা গোছা থরকুটো শবের মতন। শুষ্ক ফাটলের মুখে
শূণ্যতার হাহাকারে দিকে দিকে জেগে উঠে করুণ ক্রন্দন
শীতের কুয়াশাভরা সকালে সন্ধ্যায় তোলে বিচিত্র রণন।
ঘাসফড়িঙেরা নেচে চলে মাঠে আলের কিনারে,
প্রজাপতি নিঃশব্দে পাখা মেলে আগাছার ধারে,
সান্ত্বনার মতো ভগ্ন হৃদয়ের পটে তারা পাতে আস্তানা ;
কাটা ফসলের শেষ এলোমেলো পড়ে আছে দু-চারটি দানা

দরিদ্র চাষীর ঘরে সোনার ফসল বরপুত্রের মতো
আদরের ধন। শুভ নবান্নের উৎসবে ব্যস্ত কর্মরত
রমণী মাটির ঘরে দেয়ালে দাওয়ায় আঁকে আলপনা রেখা,
লক্ষ্মীর পায়ের ছাপে মুছে দেয় বর্ষের দুঃখের লেখা।
ঢেঁকিঘরে ধানভানা, চিড়ে মুড়ি পিঠে আনে পৌষ মরসুম,
এখন সকলে ব্যস্ত, ধান ওঠে গোলাঘরে, লেগে গেছে ধুম !

একটি হৃদয়

রাজার প্রাসাদ, ধন মান, মণি মুক্তা রত্ন, বিশ্বযুদ্ধ জয়
আমার মুঠিতে। তবু পারি নি কিনতে আমি একটি হৃদয়।

হৃদয় ফল্গুনদী, বনহরিণী ;
হীরকের বাতি জেলে তাই তাকে চিনতে পারি নি।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যের বিনিময়
কিনতে পারে না কোন অমূল্য হৃদয়।

আমার শক্তির দম্ভ আজ পরাজিত পরিমেয়,
একটি হৃদয় তাই রয়ে গেল শাশ্বত অজেয়।

হারিয়ে যাব

হারিয়ে যাব মেঘের মতো নীল আকাশের গায়ে ;
ফেরারী পাখীর পায়ে
বাসনার স্থতো বাঁধব নিছক খেলার ছলে,
ঝোড়ো হাওয়ায় নামব সুদূর সাগর জলে,
পরদেশী পালতোলা কোন নৌকো হয়ে
উজান স্রোতে নিরুদ্দেশে যাব বয়ে
দূরে দূরান্তরে ;
হারিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণের মন্ত্র আমার ব্যাকুল অন্তরে

হারিয়ে যাব পাহাড় মরু জঙ্গলের পথে,
হারিয়ে যাব দিশেহারা পাগলা ঘোড়ার রথে,
ফুরিয়ে যাওয়া পথের শেষে, রাত্রি সেথায় নামি
পরম স্নেহে হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিয়ে
চুম্বনে দেয় কপোল রাঙিয়ে।

হারিয়ে যাব চাঁদের বুকের কৃষ্ণ কলঙ্কেতে
তারার ভিড়ে আগন্তুকের মতন যেতে যেতে,
হারিয়ে যাব দিনের আলোয় সূর্যদহনে,
হারিয়ে যাব হয়ত তোমার মনে।

বাসিন্দা

আমার আস্তানা তাদের তলায়,
উপর থেকে যাদের চোখ পড়ে না সেখানে।
প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার সারির পেছনে একফালি বস্তি।
টালির চালের ঘরের বাঁশের বেড়ার পাশ দিয়ে
নোংরা সংকীর্ণ ঘিঞ্জি গলিটুকু অতিক্রম করে
রাস্তার যে চৌমাথায় গিয়ে পৌঁছানো যায়,
সেখানে মিঠে পানের খিলি মেলে দুই পয়সায়,
কড়া তামাকের বিখ্যাত 'পদ্ম' মার্কা বিড়ির বাণ্ডিলের চাহিদাও
বিষ্ণু পানওয়ালার রেডিও-সরগরম দোকানে।
গোবিন্দ ময়রার কচুরি নিমকি পাঁচ পয়সায় পাই,
অথবা নিত্যহরির মুদি দোকানের মুড়ি মুড়কির সঙ্গে
'কালীমাতা কেবিনে'র ডবল হাফ চায়ের কাপে আমি অভ্যস্ত।

ওই মোড়টাই আমাদের পাড়ার সদর। শহরের নমুনা।
ওখান থেকে সোজা ডান দিকে হাঁটতে শুরু করলে
প্রথমেই পড়বে 'চীনে' বসতি। তারপর 'খৃষ্টান' পাড়া।
তার পেছনে পুরনো শহরের বাঙ্গালী বাসিন্দাদের জীর্ণ দালান।

দু'বেলা ছেলে পড়িয়ে আর ধৈর্যসহকারে হোমিওপ্যাথি পড়ে
আমার জীবনের ক্ষয়িষ্ণু মুহূর্তেরা উধাও হয়।
মাসের শেষে প্রতিবেশী নন্দ মিস্ত্রীর কাছে হাত পাততে হয়
দরকারমাফিক বিনা সুদে দু-একটা টাকার জন্যে।
সময় করে কৃত্রিম হেসে দুটো বাড়তি বাজে কথা
কখনো বা বলতে হয় তার দরজায় দাঁড়িয়ে ; অর্থাৎ
মেকী মুদ্রার মতো ভদ্দর ছাপের মিথ্যে মর্যাদা ভাঙাতে হয়।

সকালে নিত্য ঘুম ভাঙে পেছনে খোলার বাড়ির
ছয় ভাড়াটের বাড়িওয়ালা শিবু মোক্তারের আদুরে কন্যার
নির্মম সংগীত মার্গে দুঃসহ দুর্বার কণ্ঠ পীড়নে,
কখনো বা প্রৌঢ় হরিচরণ গোঁসাইয়ের শুকসারি ভজনে।
নির্জন দুপুরে সংকীর্ণ গলির বুকে শুনিতে পাই
দুষ্টু ছেলেদের মার্বেল বা হাডুডু খেলার দুরন্ত উল্লাস,
অথবা বাসনওয়ালার হাতের বাসনের কর্কশ ঠনঠনানি।

ময়দানের অক্সিজেন বিনা খরচায় গ্রাস করে
রাত্তিরে যখন পদব্রজে বস্তিতে ফিরি,
আমার প্রায় সব প্রতিবেশীরাই তখন ঘুমে নিঃঝুম।
ওরা ফিরেছে কেউ বা রিক্সা টেনে, কেউ বা ঠেলাগাড়ি,
কেউ বা কল থেকে, কেউ বা দালালি করে।
শুধু জাগে হাতুড়িতে টুং টাং শব্দ তুলে গদা কর্মকার,
শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় লোহা পিটে সে রাত করে কাবার।

আমার আস্তানায় আমি একা। বাঁশের বেড়ার গায়ে ঝোলানো
পূবের জানালার ওপরে আমার স্ত্রীর ধুলো জমা ফটোখানা
অনেক দিনের শুকনো বকুলের মালায় জড়ানো।
গভীর রাত্তিরে অন্ধকার ঘরে ঢুকে যদি গা ছমছম করে,
জানালার শীর্ণ গরাদ দু'হাতে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে
তাকিয়ে থাকি নোংরা সংকীর্ণ ঘিঞ্জি গলিটার দিকে।
এই তুচ্ছ জীবনের অর্থ খুঁজি রাতের কাছে।

গভীর রাত্তিরের তরল অন্ধকারে কানের পর্দায় এসে
শুধু নির্মম হাতুড়ি পেটে নিষ্ঠুর গদা কর্মকার;
সে আমার গভীর রাতের অনভিপ্রেত নিত্য সঙ্গী।
আমাকে বারবার সে মনে করিয়ে দেয়,
আমরা সকলে এখনও বেঁচে আছি।

ডাক

রাত্রিরের সমুদ্রের বাতাসের স্বাদ মোছে গাঢ় অন্ধকার ;
লোনা জলে সাদা ফেনা ঝিনুকেরা ভিজে গন্ধে আসে আনিবার
তটের বালুর পরে। বসে থাকি আনমনে অলস প্রহরে
দিনান্তে অন্ধকার সমুদ্রের ডাক শুনে স্তব্ধ অবসরে।

অন্ধকারে সমুদ্র সরব মুখর ধুধু প্রস্তরের গানে,
মুহূর্তেরা বেগবান অশ্বের মতো ছোটে তাহার পানে।
সর্বগ্রাসী হাতছানি সমুদ্রের আর্দ্র বাতাসেতে ডাকে
আমাকে, তাহার কাছে ক্রমে যেন টেনে নিতে থাকে।

শাশ্বত

বৃষ্টি ধোয়া আকাশের গায়ে আঁকা এক ফালি চাঁদ
দূর করে দীর্ঘ অবসাদ ;
জোনাকিরা জলো বিলে লম্বা ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে
ঝিকিমিকি রাত জেগে থাকে।
বিলের গভীর জলে হোগলা বনের ভাঁজে ভাঁজে
জলো সাপ মাছরাঙা কচ্ছপ ফড়িং মশারা যেন সাজে
অনর্থক রাত জেগে মৌসুমী বাতাসে
প্রগল্‌ভ উল্লাসে।
অদূরে বটের শাখে দুর্গম কোটরে
ছোট ছোট পাখীদের গানের আসর মৃদু স্বরে,
খড়কুটো ঢাকা ডিম থেকে সদ্যঃফোটা
শাবকের চোখের মণিতে প্রতি পূর্ণিমায় শত চন্দ্র ওঠা।

চাঁদের পেয়ালা থেকে ফেনিল জোছনা উপচে পড়ে,
যেখানেতে বাঁশবনে সরু সরু লম্বা পাতা হাওয়ার কাঁপনে নড়ে চড়ে,
শিরশির শব্দে অন্তর কাঁপায় শিহরণে
স্বপ্নের মাদকতা বুকে নিয়ে স্তব্ধ জাগরণে।
পলাতক শৃগালেরা ভীতু শজারুরা কভু লুকোচুরি খেলে
জঙ্গলে জোছনার ফাঁকে নিরাপদ নিঃশ্বাস ফেলে।
পাখীদের সংসারের আশেপাশে অগোছালো ছড়ানো কত কিছু যে কি !
হলদে পেঁপের খোসা কামরাঙা নারকেলের শুকনো মালায়, দেখি,
ঠোঁট থেকে খসে পড়া পাকা পেয়ারার টুকরো গড়াগড়ি যায় ;
পিঁপড়েরা সেখানেতে ভোজনের আসর জমায়।

বিলের ওপারে গ্রামে জ্বলে ছোট ছোট দীপশিখা ;
অন্ধকার কালো শ্লেটে সাদা খড়িমাটি দিয়ে যেন লিখা

রাত্রির শতেক নাম।   দূরে বাজে হয়ত বাঁশের বাঁশী
মলয় বাতাসে তার ক্ষীণ সুর আসিতেছে ভাসি
প্রতীক্ষিত নির্জন কোন প্রাণে অবসর সঙ্গীতের মতো
সংহত, সংযত।
আবছা আলোয় পায়ে চলা সরু পথ আঁকাবাঁকা,
বৃষ্টিভেজা বালি কাঁকরেরা সেথা কাদামাটি ঢাকা,
দুপাশে সবুজ ঘাসে বিন্দু বিন্দু জল
জোছনায় করে টলমল।

কুঁড়ে ঘরে বাতি জেলে প্রসাধনে মগ্ন কোন নারী
আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত ভারি।
পাতা কেটে চুল বেঁধে খোঁপায় গুঁজেছে লাল শিমুলের ফুল
কানের দুপাশে অলকদামের মতন দুলে এলোমেলো কোঁকড়ানো চুল
বড় জ্বালাতন করে যখন তখন।
অবুজ অশান্ত ক্ষুদ্র মন
আনমনা হয়ে যায় বাঁশের বাঁশীর সুরে শ্রাবণের রাতে
কে জানে, কি আছে বরাতে!

বাঁশুরিয়া বসে থাকে ছিপ ফেলে বিলের জলে,
শিঙি কই মাগুরেরা ঝপঝপ শব্দ কভু তোলে
লতানে ঝোপের সাথে খেলে;
বঁড়শিতে টোপ নাহি গেলে।
কিন্তু বাঁশীর তীক্ষ্ণ বঁড়শি বিঁধেছে সেই দুরুদুরু বুক,
শরের তির্যক ফলাকায় দুঃখ সুখ
হয় একাকার,
প্রাণের সহস্র কক্ষে খোলে যত ছিল রুদ্ধ দ্বার।

এমনি কত যে জোছনা রাত বহে যায়,
কত বাঁশী কত সুর কত অনুভব যন্ত্রণায়
পান্থা ভাতে কাঁচা লঙ্কা খেয়ে, কাঁথা গা-য়,
শাড়ির আঁচল পেতে রাত কাটে ঘরের দাওয়ায়।

এমনি অনেক রাত বারবার আহুক জীবন !
সংসারের নেই প্রয়োজন,
জোছনা আছে, সুর আছে, আছে যন্ত্রনা,
ক্ষুদ্র প্রাণ ভরপুর, নেই বঞ্চনা।
দূর থেকে বৃষ্টি ধোয়া জোছনার মতো
মনের আকাশে এমনি জন্ম নিক প্রেম শাশ্বত।

মুখ ঢেকে দাও

সাদা কাপড়ে মৃতের মুখ ঢেকে দাও।
সব মৃতের মুখের চেহারায়
অন্য এক রূপ ফুটে ওঠে।
ঠোঁটের কোণের মৃদু হাসিটুকুর রেশ
বড়ই বিচিত্র। পাথরের চোখ কখনও মুদিত।
পাংশু বর্ণ ললাটে ক্লান্তির পীতাভ রেখা মুছে যায়,
এলোমেলো চুলগুলো বাতাসে ওড়ে।
সাদা কাপড়ে মৃতের মুখ ঢেকে দাও।

মৃতের মুখের চেহারা আমাদের মতো আর থাকে না,
সেখানে সুখ দুঃখ ক্লান্তি যন্ত্রনার ছায়া নেই,
পরম শান্তির মতো অনন্ত নিদ্রার শয্যার ওপর
দেনা পাওনার পাশাখেলার নিয়ম নেই,
সুতরাং তাকে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দাও।
সাদা কাপড়ে মৃতের মুখ ঢেকে দাও।

সেখানে

যেখানে মানুষের মুখে গোলাপের উদ্যানের ছায়া নেই,
যেখানে জোনাকি প্রজাপতিদের পা রাখবার স্থান নেই,
সেখানে আমাকে তুমি ডেকো না।

যে আকাশে মেঘেদের সঙ্গে পাখীরা চরে বেড়ায় না,
যে সাগরে প্রতি রাত্রে মাছদের বিবাহের আসর বসে না,
সেখানে আমাকে তুমি ডেকো না।

যেখানে পাথরের দেয়ালে কঠিন কারাগার গড়া হয়েছে,
যেখানে লৌহদণ্ড দিয়ে মজবুত পিঞ্জর তৈরী হয়েছে,
সেখানে আমাকে তুমি ডেকো না।

যেখানে সূক্ষ্ম আত্মারা ঈথরে নির্বিঘ্নে বিচরণ করতে পারে না,
যেখানে প্রেম মৃত্যুর আশঙ্কায় পা ছড়িয়ে বসে কাঁদে,
সেখানে আমাকে তুমি ডেকো না।

যেখানে মানুষ শুধু বিষয়ের আসক্তিতে আত্মাহুতি দেয়,
যেখানে মানুষ শুধু পার্থিব কামনা বাসনায় মৃত্যু ডেকে আনে,
সেখানে আমাকে তুমি ডেকো না।

যেখানে গাছে গাছে ফল ফুল ধরে না, মাঠে গাভী চরে না,
যেখানে পাথরের বুকে ঝর্ণার ধারা ক্রমে শুকিয়ে যায়,
সেখানে আমাকে তুমি ডেকো না।

যেখানে চাঁদের আলো তরুণীর পায়ে হেঁটে বেড়াতে পারে না,
যেখানে অলস পেচকেরা রাত্রির চাদর গায়ে অচৈতন্য হয়ে ঘুমোয়,
সেখানে আমাকে তুমি ডেকো না।

যেখানে কাননের শুষ্ক পত্র বৈশাখী বর্ষায় আনন্দে ভেজে না,
যেখানে দূর্বা ঘাসে শরতের শিশিরকণা মুক্তো হয়ে জমে ওঠে না,
সেখানে আমাকে তুমি ডেকো না।

যেখানে সারা দিনের শ্রমের শেষে মেহনতী মানুষেরা রুটি খেতে পায় না,
যেখানে বিশ্বাস ভালবাসা শান্তি কেড়ে নিতে প্রবঞ্চনা ছুটে আসে,
সেখানে আমাকে তুমি ডেকো।

যেখানে পৃথিবীর ঘরে ঘরে সৌন্দর্য মাধুর্য মনুষ্যত্ব
ধনীর দম্ভে দুর্জনের হিংসায় কুটিলের ষড়যন্ত্রে মুছে যায়,
সেখানে আমাকে তুমি ডেকো না।

যেখানে দ্রুতগামী অশ্বেরা ক্লান্তিবোধ করে, ধার্মিকেরা নিদ্রিত,
যেখানে প্রস্তরমূর্তির মধ্যে মনীষীদের শেষ সমাধি রচিত,
সেখানে আমাকে তুমি ডেকো না।

যেখানে জীবন সঙ্গীতের সব সুর ফুরিয়ে গেছে ঘৃণ্য কান্নার শব্দে,
যেখানে স্বর্গের দেবদূতেরা মদের নেশায় সহসা পলাতক হয়েছে,
সেখানে আমাকে তুমি ডেকো না।

অবচেতন

সারা দিনের নানা কাজের চাপে আমি নিজেকে হারাই। শুধুমাত্র নিরিবিলি
রাত্তিরে বিছানায় ক্লান্ত দেহটা রেখে অনুভব করতে পারি
আমার পার্থিব স্থিতি। আমার সত্তা আসে দেহের পাশে।
তখন দিনের নানা কথা নানা ভাবনা একে একে খুব কাছে আসে।
পড়ার টেবিলে চিঠির গোলাপী প্যাড, সৌখীন কলমদানি। চিঠি লিখি নি।
কুকুরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে লাল কার্পেটের কোণায় শুয়ে রয়েছে।
জানালার পর্দায় লাগে বাতাসের স্পর্শ। টাইমপিসের কাঁটায় গতি।
বদ্ধ ঘরের স্বয়ংসম্পূর্ণ জগতে আমি নিজের মুখোমুখী হয়ে বসি।

রাত্তিরের স্নিগ্ধতায় ফুলের সুবাস। গ্রামের আকাশের সব নক্ষত্রেরা
এখানে এসেছে। ছোট্ট পাখীরা ঘুমোয়। রাখাল বালকেরা মাঠের মাঝে
গাভীদের সঙ্গে খেলা করে। নদীর ঘাটে কুমারী যুবতী মেয়েরা
কলসী কাঁখে জল আনে বর্ষীয়সীদের পশ্চাতে। মহাজনী নৌকো
সারি সারি বাঁধা। প্রৌঢ় বৈরাগীর দোতারায় কৃষ্ণনাম গান।
জেলেদের নৌকোয় মাছের বাসি গন্ধ। আতা গাছের ডালে
ফিঙে লেজ নাচিয়ে চেড়ায়। ধানের চারারা ক্রমে বাড়ে।
আমি ঘরের নীল দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকি। ঘুম আসে না।

জংসন ষ্টেশন থেকে দূরগামী ট্রেন ছাড়ে। ময়াল সাপের দেহ।
প্লাটফর্মে ভেণ্ডারের হাঁকাহাঁকি। ক্ষণিকের মেলা সাঙ্গ হয়।
হাটের পসরা নিয়ে গরুগাড়ী ধীরে ধীরে চলে। পড়ন্ত বেলায়
সবুজ ঘাসের মাঠে ফুটবল খেলে ছোট ছেলেদের দল, কাদা মাখে
আশ্বিনে হলুদ রোদে মেঘ যদি ফাঁকে ফাঁকে বৃষ্টি ঝরায়।
ডুমুরের ফল পাতা ঘুঘু শালিখের ডাকে সচেতন হয়ে ওঠে।
পুকুরের জলে হাঁস সাঁতার কাটে, পানকৌড়ী ডুব দেয়।
নৈশ ভোজন শেষ। এবার ঘুমোব। আমার বিছানা পাতা।

বহুদিন আগে কোন জলসাঘরে আমি ইমনের সুরে গান গেয়েছি।
সে গান ভুলেছি। সেই জলসার সব কথা মনে পড়ে না।
লতাঝোপে হয়ত আজ ঘিরে আছে সেই ঘরখানা, ভগ্ন তানপুরা,
সেদিনের আমাদের সব চিহ্ন মুছে গেছে কালের চাকায়।
কোন রাজপ্রাসাদের যুবরাজ হয়ে আমি শ্বেত অশ্বে দিগ্‌বিজয়ে যাই,
রেশমী পোষাক, গলায় মুক্তোর মালা, শিরে উন্নত উষ্ণীষ,
দূর দেশে অসামান্যা রাজকুমারীর প্রতীক্ষা। সেই আমি হারিয়ে গেছি।
গ্লাসে ঢাকা ঠাণ্ডা জল পান করি। অনেক রাত হল।

গাঙের উজান স্রোতে মাল্লারা ভাটিয়ালী গান যেয়ে যায়।
ধানের ক্ষেতের বুকে বাতাসের অভিসার কুল খেজুর গাছের পাতায়।
খেয়ানৌকো পারাপারে দাঁড় টানে পাটনী জলে শব্দ তুলে,
মাছরাঙা গাঙচিল কাক বক মাছের তপস্যায় মগ্ন হয়েছে,
বাদামী জলের স্রোতে কচুরিপানারা ভাসে। আকাশে বিহঙ্গ ওড়ে।
ষ্টীমার লঞ্চে গাঙে ঢেউ জাগে দীর্ঘ বলাকার পাখনার মতো।
দূরের গ্রামের ঘাটে স্নানরত নরনারী, তীরে মন্দিরের ঘণ্টা বাজে।
আমার চোখের পাতা ঘুমের আবেশে বুঝি ভারী হয়ে ওঠে।

কারখানায় শ্রমিকেরা কাজ করে বিদ্যুৎ-চালিত মেশিনের পাশে,
কনভেয়ার বেল্টের মতো কেউ টেনে রাখে যেন জীবনের মূল্যবোধটুকু
ড্রিলিং মেসিন থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় উদ্ভাবিত হবে না,
ফোরম্যান হ্যাকস দিয়ে হৃদ্‌পিণ্ড টুকরো করে রাত্রির শেষ সিফটে।
ঘরের পেছনে পাঁচিলে সাদা বিড়াল শাবক রাত্রে 'মিউ মিউ' করে,
মাছের কাঁটার গন্ধ ওপাশের ডাষ্টবিনে হয়ত সে সহসা পেয়েছে।
রেডিওতে শেষ সংবাদ ঘোষিত হয়েছে। সমাপ্তি সঙ্গীত বাজে।
হাতের কাছের সুইচ অফ করে দেব। চোখে ঘুম নেমে আসে।

কয়লা

ঈশ্বরের দেবদূতের মতোই সে সহসা এল,
সন্ধ্যার ছায়া তখন নেমে এসেছে আমার ঘরে।
বলল, চোখের জল মোছ।

আমার খাঁচার পাখীকে সে হত্যা করল।
মৃত পাখীকে পাতকূয়োর পাশে গাছের তলায় কবর দিলাম
সে আর কোনদিনই অতীতের গান গাইতে পারবে না।

আমার দেয়ালের সব ছবিগুলো সে ভেঙে দিল।
সব স্মৃতির বিলুপ্তি। সাক্ষী রইল না।
আমি হয়ত আর কোনদিনই কাঁদতে পারব না।

বলল, হাস, ভালবাস।
আমি হাসলাম। ভালবাসতে গিয়ে হোঁচট খেলাম।
একখানা কঠিন কয়লা।

সে আবারও বলল, হাস।
এবার পারলাম না। আর কোনদিনই হাসতে পারব না।

পরাজিত

কোন শিশু পড়ে যদি মৃত্যুর কুহক গহ্বরে,
বরফের মতো দুই ফোঁটা অশ্রু তার চোখে ঝরে,
স্মিত হাসি আঁকা থাকে অধরের ফাঁকে,
দিনান্তে খেলার শেষে যেমন সে ঘুমায়ে থাকে।

নির্দয় লীলায় মৃত্যু এমনি হয়ত কোনখানে
ভ্রমবশে নিজ অপমৃত্যু ডেকে আনে।
শিশুর মৃত্যু, সে তো মৃত্যু নয়, প্রস্থানের শেষ;
শুভ্রবর্ণ মুখে তার নেই কোন যন্ত্রণার লেশ।

পরাজিত মৃত্যুর দম্ভ অধিকার
সব মৃত শিশুরাই করে অস্বীকার।

গোলাপের মখমল শয্যার উপরে
শ্বেত পাথরের হিম পুত্তলিকা নব কলেবরে
শায়িত। পাখীরা তাকে ঘিরে গান গায়।
মৃত্যু কোথায়? মৃত্যু আসতে ভয় পায়।

উদ্ভিদ

ওরা কবর খুঁড়ল। শবটিকে সন্তর্পনে স্থাপন করল।
মাটি চাপা দিল। ফুল ছড়িয়ে দিয়ে 'আমেন' বলল। কাঁদল।
মুখে রুমাল চাপা দিয়ে চলে গেল। পেছন ফিরে তাকাল না।
নিশ্চিত মৃত্যুর পরে অন্তিম শয়ন। দীর্ঘ সংগ্রামের অবসান।

কবরখানা নিস্তব্ধ। দেবদারু গাছের পাতায় শিরশিরে হাওয়া।
নাগকেশরের পাপড়ি ঝরে পড়ে ধুলোর পরে ঘাসের পাশে।
পরম শান্তির মতো সন্ধ্যা নামে। অদূরে গীর্জার ঘণ্টা বাজে।

বৃক্ষরোপন। মাটিতে বীজ বোনা। দেহের বস্তুতে মাটির সার।
অতীত মৃত অথবা পলাতক। অঙ্কুরিত শিশু বৃক্ষ।
নব জন্মে অন্য দেহ। উদ্ভিদ। তারপর শীতে পত্র ঝরা;

ঝড়ে কিংবা বার্ধক্যে পতন। ওরা হয়ত জানল না।
উদ্ভিদেরা মানুষেরা প্রতি মুহূর্তে জন্মে বাঁচে মরে।
ওরা চলে গেছে। তবু মৃত শাখা শুষ্ক পত্র বস্তুতে বিলীন।
নিত্য জন্ম শত শত কবরের পরে। জানলে, ওরা কাঁদত না।

আকাশ সাগর মাটি

আমার মনের আকাশেতে আঁকা
চন্দ্র সূর্য তারা,
আমার মাটিতে বনানীর মেলা,
জীবনের নব সাড়া।
আমার সাগরে কত যে মুক্তা
বালুকা ঝিনুক ঢেউ,
আমার হৃদয়ে কত যে প্রেম,
কোথাও দেখেনি কেউ।